শিশুতোষ

চল্লিশ হাদিস

প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

40 HADITH
For Children with Stories

শিশুতোষ চল্লিশ হাদিস

প্রফেসর ড. এম ইয়াসার কানদেমীর

অনুবাদ
মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.amarboi.org

শিশুতোষ চল্লিশ হাদিস

মূল : প্রফেসর ড. এম ইয়াসার কানদেমীর

অনুবাদ : মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ

ISBN : 978-984-8471-00-5

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ১২৩০

ফোন : ৮৯৫০২২৭, ৮৯২৪২৫৬

E-mail: biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com
Website: www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

দ্বিতীয় প্রকাশ

নভেম্বর : ২০১২

অগ্রহাণ : ১৪১৮

মহরম : ১৪৩৪

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র US $ 8

---

40 HADITH FOR CHILDREN WITH STORIES originally written by Prof. Dr. M. Yasar Kandemir. Translated by Muhammad Obaidullah. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Phone: 8950227, 8924256, Email: biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com, www.iiitbd.org. Price: Tk.120.00, US $ 8.

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

www.amarboi.org

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসিনী 'মা'কে

এবং

যিনি এখনও আমার 'মা' ডাকটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

"আজকের শিশুরা আগামী দিনের নাগরিক"। তাই শিশুদের সুন্দর ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দরকার সুসাহিত্য। যে সাহিত্য তাদেরকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, সাহায্য করে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর রচিত '40 Hadiths For Children With Stories' ইংরেজি বইটি আমরা 'শিশুতোষ চল্লিশ হাদিস' শিরোনামে প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। উল্লেখ্য, বইটি সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় কোমলমতি শিশুদের জন্য অনুবাদ করেছেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া'র পি-এইচ.ডি. গবেষক মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ। এ দুরূহ কর্মটি সম্পাদনের জন্য তাঁকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। বইটিতে উল্লেখিত প্রত্যেকটি হাদিস থেকে শিশুরা জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নে সক্ষম হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রথম প্রকাশিত বইটির প্রায় সব কপি শেষ। বইটির ব্যাপক পাঠক চাহিদা থাকায় স্বল্প সময়ে দ্বিতীয় দফায় প্রকাশ করা হলো।

আশা করি বইটি স্কুলগামী শিশুদের জন্য একটি মূল্যবান সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.amarboi.org

সূচি

০১. পাখির দল ০৯
০২. কাঁটা ১২
০৩. কোট (জামা) ১৪
০৪. আয়না ১৭
০৫. ঘৃণ্যবালক ১৯
০৬. ভূত ২২
০৭. বেহেস্তের প্রতিবেশী ২৪
০৮. দাঁতের ঔষধ ২৭
০৯. দ্যা ওয়ালেট (টাকা বা মুদ্রার থলি) ২৯
১০. বিষ ৩২
১১. বেল্ট (কটিবদ্ধ) ৩৪
১২. রাগ ৩৬
১৩. দৌড় প্রতিযোগিতা ৩৮
১৪. স্বর্ণ (সোনা) ৪০
১৫. চোর ৪২
১৬. খাদ্যের টুকরো ৪৪
১৭. টাকা ৪৬
১৮. মধ্যস্থতাকারী ৪৮
১৯. লুকোচুরি খেলা ৫১
২০. অন্যের আনন্দ নষ্টকারী ৫৪

www.amarboi.org

২১. চেরি গাছ ৫৭
২২. সাহসী ছেলে ৫৯
২৩. ছাগলছানা ৬২
২৪. মেধাবী ছেলে ৬৪
২৫. প্লাস্টিকের থালা (প্লেট) ৬৭
২৬. ফাউন্টেন পেন (ঝর্ণা কলম) ৭০
২৭. মিথ্যাবাদী ৭২
২৮. বাদাম গাছ ৭৬
২৯. প্রতিধ্বনি ৭৮
৩০. পাউরুটি ৮০
৩১. কৃপণ ব্যক্তি ৮২
৩২. জুতা ৮৪
৩৩. গাড়ি ৮৬
৩৪. স্মোক ঘোড়া ৮৯
৩৫. রোদে শুকানো ইট ৯২
৩৬. অতিথি ৯৬
৩৭. কাঠুরিয়া ৯৮
৩৮. রক্তাক্ত ফাইল ১০১
৩৯. কুকুর ১০৪
৪০. হলদে রংয়ের (পীত বর্ণের) গাভী ১০৬
হাদিসগুলোর তথ্যসূত্র ১০৮

www.amarboi.org

ভূমিকা

পাঠকগণ, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ চান যে, তাঁর বান্দারা সুখী হউন। কিভাবে সেটা সম্ভব তা জানানোর জন্য আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর নবি ও রসুলদের। নবি ও রসুলগণ হচ্ছেন মানব জাতির পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষক। তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহর আদেশসমূহ এবং কিভাবে এ দুনিয়াতে বসবাস করতে হবে তা শিক্ষা দেন। এটা প্রথম নবি আদম (আ.) হতে শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, রসুল (সা.)-এর বাণী সমূহকে হাদিস বলে। আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সা.) পবিত্র কুরআন শরীফ অর্থাৎ আল্লাহর আদেশসমূহ নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্য। তিনি হাদিসের মাধ্যমে সেসব ঐশী বাণীসমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বাণীর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আমরা দুনিয়া এবং আখেরাতের জীবনে সুখী হতে পারি।

আমরা যদি আল্লাহর আদেশসমূহ ভালভাবে অনুধাবন এবং আমাদের ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝে পালন করতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে রসুল (সা.)-এর হাদিসসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে। তাই যুগে যুগে ইসলামি চিন্তাবিদগণ রসুল (সা.)-এর হাদিসগুলো সহজে বোধগোম্য করার জন্য চল্লিশ হাদিস বিভিন্ন আঙ্গিকে বই আকারে উপস্থাপন করেছেন।

আমিও চেয়েছিলাম আমার চল্লিশতম বইটি হোক রসুলুল্লাহ (সা.)-এর চল্লিশটি হাদিস সংকলিত কোনো গ্রন্থ। যেটা তোমাদের জন্য লেখা হয়েছে। আমি জানি যে, তোমরা গল্প পড়তে ভালোবাস। তাই, রসুল (সা.)-এর হাদিসকে কেন্দ্র করে রচিত গল্পগুলো এখানে উপস্থাপন করেছি। প্রিয় পাঠকগণ, আমি আশা করি, এই বইটি পড়ে তোমরা উপভোগ করবে। যদি তাই হয় এবং তোমরা যদি এটাকে পছন্দ কর, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক তোমরা কি আমার জন্য দোয়া করবে?

প্রফেসর ড. এম ইয়াসার কানদেমীর

www.amarboi.org

॥ ০১ ॥

পাখির দল

একদিন এক পাখি-শিকারি পাখি ধরার উদ্দেশ্যে কোনো এক জলাশয়ের পাশে তার জাল (ফাঁদ) পেতেছিল। জালের ভিতরে রাখা ছিল শস্যকণা যা দেখে অনেক পাখি এসে তার জালের উপর পড়ল। অর্থাৎ শিকারির ফাঁদে পড়ে গেল। কিন্তু যখনই শিকারি পাখিগুলো ধরার জন্য জাল গোটাবে বলে ভাবছে ঠিক তখনই, হঠাৎ করে পাখিগুলো জালসহ উড়তে শুরু করল। পাখিগুলোর সম্মিলিত চেষ্টা এবং সহযোগিতা দেখে শিকারি খুবই বিস্মিত হলো।

"কিভাবে পাখিগুলো একই সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে!" শিকারি আশ্চর্য হয়ে তা দেখতে লাগল। সে সিদ্ধান্ত নিল, পাখিগুলোকে সে অনুসরণ করবে এবং এর শেষ কী হয় তা সে দেখেই ছাড়বে।

পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে শিকারির দেখা হলো। পথিক তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এত দ্রুত গতিতে তুমি কোথায় যাচ্ছো?"

শিকারি আকাশে উড়ন্ত পাখিগুলোর দিকে ইশারা করে লোকটিকে বলল, "আমি ওগুলোকে ধরার জন্য যাচ্ছি।"

শিকারির কথা শুনে পথিক হাসল আর বলল, "আল্লাহ তোমায় জ্ঞান দান করুন! তুমি কি সত্যিই মনে করো যে, উড়ন্ত ঐ পাখিগুলো তুমি ধরতে পারবে?"

শিকারি জবাব দিল, "যদি জালে (ফাঁদে) মাত্র একটা পাখি থাকত তাহলে আমি কখনও তা ধরার আশা করতাম না। কিন্তু ওখানে

www.amarboi.org

অনেক পাখি আছে। সুতরাং, অপেক্ষা কর এবং দেখ কি হয়। আমি ওগুলোকে অবশ্যই ধরব।"

শিকারি সত্য কথাই বলেছিল। কারণ যখন রাত নেমে আসল, পাখিগুলো তখন তাদের নিজ নিজ বাসায় ফেরত যেতে চাইল।

তাদের মধ্যে কেউ যেতে চাইল গাছে, কেউবা জলাশয়ে, আবার কেউবা পাহাড়ে কিংবা ঝোপঝাড়ে; তাদের নিজ নিজ বাসায়।

www.amarboi.org

সুতরাং, তাদের কেউই সফল হলো না। ফলাফল যা হবার তাই হলো। জালসহ সব পাখিই নীচে পড়ে গেল। আর অমনি শিকারি তার জাল ধরে ফেলল, সাথে সব পাখি।

হায়! পাখিগুলো কতই না বোকা! যদি তারা আমাদের মহানবির (সা.) এই বাণীটা জানতো তাহলে তারা কখনই বিশৃঙ্খল হতো না। ফলে, তারা শিকারির হাতে বন্দিও হতো না।

"তোমরা কখনও একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ো না। কারণ, দলছাড়া মেষশাবককেই নেকড়ে বাঘ ভক্ষণ করে।"
(নাসাঈ শরিফ)

فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ (رواه النسائي)

(ফা 'আলাইকুম বি আল-জামা'আতি ফা ইন্নামা ইয়া'কুলু আল-যি'বু আল-ক্বাছিবয়াতা)

www.amarboi.org

॥ ০২ ॥

কাঁটা

অতীতে কোনো এক দেশে ভয়ংকর এক শাস্তির নিয়ম ছিল। অপরাধীদেরকে ক্ষুধার্ত সিংহের কাছে ছেড়ে দেওয়া হতো। আর এই বীভৎস চিত্র দেখার জন্য এলাকার সব মানুষ সেখানে জড়ো হতো।

সেদিনের সে অভিযুক্ত ব্যক্তি ছিল এক ক্রীতদাস (গোলাম) যে তার মালিক থেকে পালিয়েছিল। নিয়মানুযায়ী তাকে চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দেওয়া এক মাঠের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো। তারপর সেখানে ছেড়ে দেওয়া হলো এক ক্ষুধার্ত সিংহকে। ক্ষুধার্ত সিংহ হাতের কাছে এমন আহার পেয়ে ত্বরিত ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে গরিব অসহায় এ ব্যক্তির উপর যেই আক্রমণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, ঠিক এমন সময় হঠাৎ করে সে নিজেকে সামলে নিল। তারপর সে ক্রীতদাসটির হাত লেহন (চাটতে) করতে লাগল! উপস্থিত জনগণ তো অবাক! এটা কিভাবে সম্ভব? সবাই ক্রীতদাসটির কাছে এর কারণ জানতে চাইল।

ক্রীতদাস জবাব দিল, "একদিন এ সিংহটিকে আমি জঙ্গলের ভিতরে দেখি। তার থাবার ভিতর একটা কাঁটা বিধে যাওয়ার কারণে প্রচণ্ড ব্যথায় কাতরাচ্ছিলো সে। আমি তার কাঁটাটি বের করে দেই। সেদিন থেকে আমরা দু'জনে একে অপরের ভাল বন্ধু হয়ে যাই।"

সেখানে উপস্থিত সকলের মনে এ ঘটনা স্পর্শ করল। তারা মর্মাহত হলো। সিংহ এবং ক্রীতদাসকে তারা মুক্ত করে দিল। মুক্ত হয়ে সিংহটি উপস্থিত লোকজনের সামনেই ক্রীতদাসকে এমনভাবে অনুসরণ করতে লাগল যেন এটা তার পোষা বিড়াল।

www.amarboi.org

দেখ, কতই না যথার্থ আমাদের মহানবির (সা.) এ বাণী :

"আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন যারা দয়াবান। সুতরাং জমিনে যেসব সৃষ্টিকুল আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়াবান হও, তাহলে, আসমানে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।" (আল-তিরমিযি)

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِيْ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِيْ السَّمَاءِ (رواه الترمذي)

(আল-রাহ্বিমূনা ইয়ারহ্বামুহুম আল-রাহ্বমানু ইরহ্বামূ মান ফী আল-আরদ্বি ইয়ারহ্বামকুম মান ফী আল-সামায়ি)

www.amarboi.org

॥ ০৩ ॥

কোট (জামা)

একদা আহমদ নামে খুবই দুঃখী এক ব্যক্তি ছিল। যুদ্ধের বছরগুলোতে সে তার সবকিছু হারিয়েছে। এখন সে একেবারেই নিঃস্ব। তার স্ত্রী মারা গেছে। একমাত্র পুত্রকেও সে হারিয়ে ফেলেছে। যখন তার শহরের চাকরিটা পর্যন্ত চলে গেল; উপায়ান্তর না দেখে কোনো এক পল্লি অঞ্চলে মেষ পালন করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল।

একদিন তার মেষগুলোকে যখন রাস্তার এক পাশে চরাচ্ছিল তখন সে দেখল যে, কতগুলো মানুষ একটা যুবককে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। সে যুবকটি অবশ্যই আহমদের চেয়ে আরো গরিব ছিল। যুবকটি তার জীর্ণছিন্ন পাতলা জামার নিচে কাঁপতেছিল। এটা দেখে আহমদ মুহূর্তের মধ্যে তার নিজ শরীর হতে কোটটা খুলে যুবকের গায়ে পরিয়ে দিল। এই কোটটা বেশ কয়েক বছর যাবৎ আহমদ ব্যবহার করছিল।

যুবকটি হাসপাতালের বারান্দায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য অপেক্ষা করছিল। এমন সময় কে যেন তার পিছন থেকে ‘বাবা’ ‘বাবা’ বলে ডাক দিল। সে খুব আশ্চর্য হলো। পিছনে ফিরে তার দিকে তাকাল কিন্তু সামনে দাঁড়ানো যুবকটিকে কোনো ক্রমেই সে চিনতে পারল না। যে যুবকটি তাকে ‘বাবা’ বলে সম্বোধন করছিল সেও লোকটিকে দেখে বিস্মিত হলো।

www.amarboi.org

বিনয়ের সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করে যুবকটি বলল, "জনাব, আমি আপনার কোটটা দেখে ভুল করে ফেলেছি। এমন একটা কোট আমার বাবার ছিল যাকে আমি বিগত কয়েক বছর ধরে দেখিনি। আমি মনে করেছিলাম, আপনি আমার বাবা।"

অসুস্থ যুবকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কে তোমার বাবা?" কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে বুঝতে পারল যে, এ যুবকটিই মেষপালক

www.amarboi.org

আহমদের হারানো ছেলে। তখন আশ্বস্ততার সুরে যুবকটিকে বলল, "তুমি ভুল করোনি। এ কোটটা তোমার বাবারই।"

হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নেওয়ার পর তারা উভয়ই আহমদের গ্রামে ফিরে গেল। কোটের বিনিময়ে আহমদ ফিরে পেল তার হারানো ছেলেকে।

সুতরাং দেখ, কতই না সত্য আমাদের মহানবি (সা.)-এর এ বাণী :

"নিশ্চয়ই প্রত্যেক সৎকাজের (পরোপকারের) পুরস্কার তার দশগুণ।"

(সহীহ আল-বুখারি)

إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (رواه البخاري)

(ইন্না আল-হ্বাসানাতা বি 'আশরি আমছালিহা)

www.amarboi.org

॥ ০৪ ॥

আয়না

একদিন এক উজির (মন্ত্রী) তাঁর উচ্চপদস্থ সব কর্মকর্তাদের নিয়ে বাজারের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। ইতোমধ্যে তাঁরা এক ক্রীতদাস বেচাকেনার জায়গায় এসে পৌঁছলেন। খুব মায়াবী চেহারার কিছু লোক, যারা তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছে, সেখানে এক এক করে দাস হিসেবে বিক্রি হচ্ছিল।

উজির সাহেব তাদের নিকটবর্তী হলেন। তিনি তাদের আরো কাছ থেকে দেখতে চাচ্ছিলেন। যখন তিনি তাদের খুবই কাছাকাছি হলেন, তখন ক্রীতদাসদের মাঝ থেকে এক বৃদ্ধ লোক উজিরকে বলল, "আপনার পাগড়িতে একটা নোংরা দাগ, জনাব!"

উজির সাহেব তাঁর মাথা হতে পাগড়ি খুলে ফেললেন এবং দেখলেন যে বৃদ্ধ ক্রীতদাসটি ঠিকই বলেছে। তার মানে, এই অবস্থায় তিনি (উজির) এ পাগড়ি পরে বেশ কয়েক ঘণ্টা বাজারের মধ্যে ঘুরাফেরা করেছেন আর জনগণ সেটা দেখেছে? এটা কতই না লজ্জাকর, অপমানজনক! তিনি তাঁর সঙ্গীদের দিকে বিষণ্নভাবে তাকালেন। অতঃপর বললেন,

“তোমরা আমার পাগড়ির উপর এ নোংরা দাগ দেখেছিলে কিন্তু আমাকে বলোনি! তোমরা কি তোমাদের চোখকে বন্ধ করে রেখেছিলে? এ মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম যে, এই বৃদ্ধ ক্রীতদাসই আমার প্রকৃত বন্ধু। সুতরাং, আমি আমার প্রকৃত বন্ধুকে গোলাম হিসেবে কোনোভাবেই বিক্রি হতে দিতে পারি না! এখনই তাকে ক্রয় করো এবং মুক্ত করে দাও।”

কিছুদিন পরে উজির সাহেব মহানবির (সা.) একটি বাণী সুন্দর ফ্রেমে বেঁধে তার সেই সঙ্গী কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন যাতে তারা আর কোনো দিন এ ঘটনাকে ভুলে না যায়। বাণীটি হলো :

“একজন মু'মিন অন্য মু'মিনের আয়নাস্বরূপ।” (আবূ দাউদ)

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ (رواه أبو داود)

(আল-মু'মিনু মির'আতু আল-মু'মিনি)

www.amarboi.org

॥ ০৫ ॥

ঘৃণ্যবালক

কোনো এক গ্রীষ্মের ছুটিতে কতগুলো বালক ছোট একটা নদীর তীরে খেলা করছিল। তাদের মধ্যে একটা ছেলে ছিল যার নাম 'গফ্ফার'। কিন্তু সকলেই তাকে 'মিনই' বা ঘৃণ্যবালক বলে ডাকত। কারণ, সে পশু-প্রাণিদের প্রতি ভয়ংকর সব আচরণ করত। যেহেতু সে ছিল একটু আলাদা, তাই অন্যদের এ গতানুগতিক খেলা তার কাছে আর উপভোগ্য মনে হচ্ছিল না; বরং সে বিরক্ত হচ্ছিল। সে এমন কোনো খেলা খেলতে চাচ্ছিল যা হবে আরো বেশি উত্তেজনাপ্রদ, রোমাঞ্চকর এবং আনন্দদায়ক। অন্যেরা কিছু কিছু পরামর্শ দিল, কিভাবে এটা খেলা যায়। কিন্তু তা গফ্ফারের পছন্দ হলো না। মনে মনে সে ভাবল, তারা সব বিরক্তিকর।

এমন সময় সে তার সমমনা কিছু বন্ধুকে আলাদা করে নদীর তীরে ডেকে আনল। তারা ঘোষণা করল যে, তারা এখনই একটা নতুন মজার খেলা খেলবে।

অন্যরা বিস্মিত হয়ে চিন্তা করতে লাগল, কী হতে পারে এই নতুন মজার খেলা?

এমন সময় গফ্ফার এবং তার অন্যান্য বন্ধু চুপে চুপে তাদেরই আরেক বন্ধু আলীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। আলী ছিল এ শহরে নতুন এবং সে সাঁতার কাটতে জানত না। তারা আলীর হাত-পা ধরে জলাশয়ে ছুড়ে ফেলে দিল।

www.amarboi.org

আলী ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল সাঁতার কাটতে। যেহেতু সে সাঁতার জানে না, সেহেতু যতই সে সাঁতার কাটতে চেষ্টা করছে ততই ডুবে যাচ্ছে। সাহায্যের জন্য সে চিৎকার করা শুরু করল। গফ্ফার এবং তার বন্ধুরা তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং চিৎকার করতে দেখে হাসতে লাগল। যেন তারা এটা খুবই উপভোগ করছে।

www.amarboi.org

এমতাবস্থায় অন্য বালকদের মধ্য হতে ইসমাঈল নামের একজন তাড়াতাড়ি তার জামা-কাপড় খুলে ফেলল। সে ছিল তাদের মধ্যে খুবই সাহসী বালক। সেই কেবল গফ্ফারের মোকাবেলা করতে সক্ষম ছিল। যখনই সে গফ্ফার ও তার সাথীদের আলীকে নিয়ে এ ভয়ানক অন্যায় খেলা দেখল তখন সে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াল। মুহূর্তের মধ্যে সে আলীকে নিরাপদে তীরে তুলে আনল।

অন্য বালকরা ইসমাঈলকে অভিনন্দন জানালো। এক পথচারী ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে সব কিছু লক্ষ্য করল। সুন্দর জামা-কাপড় পরিহিত, সুশ্রী এ ব্যক্তি ইসমাঈলের দিকে এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল,

"হে প্রিয় বৎস! তুমি এমনভাবে কাজটি করেছো ঠিক যেমনভাবে আমাদের মহানবি (সা.) করতে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তোমার উপর খুশি হউন।" আমাদের মহানবি (সা.) বলেছেন,

"মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে জুলুম (অত্যাচার) করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না (অত্যাচারিত হতে দিবে না)।" (সহীহ আল-বুখারি)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ (رواه البخاري)

(আল-মুসলিমু আখূ আল-মুসলিমি লা ইয়াজ্বলিমুহু ওয়া লা ইছুসলিমুহু)

www.amarboi.org

॥ ০৬ ॥

ভূত

একদিন রাতে এক ব্যবসায়ী তার বাসায় ফিরছিল। এমন সময় সে দেখল যে, জীর্ণশীর্ণ পোশাক পরিহিত কৃষ্ণবর্ণের এক বৃদ্ধ লোক ফুটপাথে একটা প্রাচীরের পাশে রাত কাটাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। শিশুরা তাকে ভূত ভেবে ভয় পাবে বলে কেউই তাকে তাদের বাড়িতে নেবে না। এতটাই কালো ছিল সে লোকটি। কিন্তু ব্যবসায়ী

সিদ্ধান্ত নিল যে, সে তাকে সাহায্য করবে। তাকে অন্তত আজকের রাতের জন্য তার বাড়িতে আশ্রয় দিবে। যেই ভাবা সেই কাজ। লোকটাকে সাথে নিয়ে সে বাড়িতে গেল। রাতে তাকে ভাল খাবার

www.amarboi.org

পরিবেশনের পাশাপাশি পরিষ্কার কিছু কাপড় দিল পরতে। আর শোবার জন্য দিল একটা ভালো ঘর (কক্ষ)।

রাত তখন গভীর। জানালার পাশে ঘুমাচ্ছিল লোকটি। হঠাৎ করে সে খুব শব্দ করে জেগে উঠল। সে দেখল যে, দু'টি সিঁধেল চোর জানালা দিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে। কালো লোকটি তার হাত উপরে তুলে খুব উঁচু স্বরে চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা এখানে কি করছো?"

"ও মা! ভূত! ভূত! সিঁধেল চোর দু'জন ভয়ে চিৎকার শুরু করল।"

একটা কালো মানুষকে সাদা পোষাকে দেখে তারা ভূত মনে করল। তাড়াহুড়ো করে তারা জানালা হতে নিচে লাফ দিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে একজনের হাত ভেঙ্গে গেল এবং অন্যজনের মাথায় শক্তভাবে আঘাত লাগল। চিৎকার আর শব্দের কারণে ব্যবসায়ী এবং তার পরিবারের অন্য সবাই জেগে গেল তারা চোর দু'টিকে ধরে ফেলল।

দেখ, আমাদের মহানবি (সা.)-এর বাণী কতই না কার্যকর! তিনি বলেছেন :

"আল্লাহ তার সেই বান্দাকে সাহায্য করেন যে তার ভাইকে (অন্যকে) সাহায্য করে।" (সহীহ মুসলিম)

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه المسلم)

(ওয়া আল্লাহু ফী 'আওনি আল-'আবদি মা কানা আল-'আবদু ফী 'আওনি আখীহি)

www.amarboi.org

॥ ০৭ ॥

বেহেস্তের প্রতিবেশী

একদা এক বাদশাহ রাতের বেলায় (তাঁর দেশের জনগণের অবস্থা জানবার জন্য) শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি তার পোশাক পরিবর্তন করে সাধারণ এক পোশাক পরে নিয়েছিলেন যাতে শহরের মানুষেরা তাঁকে চিনতে না পারে। সাথে ছিল তাঁর এক কর্মচারী। আসলে বাদশাহ জানতে চাচ্ছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কে, তাঁর প্রশাসন সম্পর্কে প্রজারা কী ভাবে?

শীতকাল। খুবই ঠাণ্ডা পড়ছিল তখন। বাদশাহ ছোট্ট একটা মসজিদের কাছাকাছি এলেন। দেখলেন দু'জন লোক মসজিদের এক কোনায় বসে প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে। তাদের থাকার মত কোনো জায়গা ছিল না। বাদশাহ তাদের আরো কাছে গেলেন এবং তারা কী বিষয়ে কথা বলছে তা শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাদের মধ্যে একজন ছিল খুবই হাস্য-কৌতুককারী। কৌতুক করে কথা বলত সে। প্রচণ্ড এ শীতের প্রতি অভিযোগ করে সে বলল,

"আমার মৃত্যুর পরে আমি যখন বেহেস্তে যাব, তখন আমি আমাদের বাদশাহকে কোনো মতেই বেহেস্তে ঢুকতে দিব না। যদি আমি দেখি সে বেহেস্তের দরজা পার হচ্ছে তাহলে আমি আমার জুতা খুলে তার মাথায় ছুড়ে মারব।"

তখন অপর ব্যক্তিটি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কেন? তুমি বাদশাহকে বেহেস্তে ঢুকতে দিবে না কেন?"

www.amarboi.org

“অবশ্যই আমি বাদশাহকে বেহেস্তে ঢুকতে দিব না। আমরা যখন এখানে ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাচ্ছি, তখন সে তার আরামদায়ক গরম বিছানায় বসে আছে; সে জানে না যে আমরা কিভাবে (কত কষ্টে) বেঁচে আছি? সুতরাং, কিভাবে সে বেহেস্তে আমাদের প্রতিবেশী হবে? আমার এমন কোনো প্রতিবেশী সেখানে হোক তা আমি চাই না।”

তারা উভয়ই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

বাদশাহ তখন কর্মচারীকে বললেন, “এই ছোট্ট মসজিদ আর এ দু’জনের কথা যেন ভুলে যেও না।”

www.amarboi.org

বাদশাহ যখন তাঁর প্রাসাদে ফিরলেন, তখন তাঁর কিছু লোককে সেই মসজিদে পাঠালেন। তারা সেই দু'জন গরিব মানুষকে প্রাসাদে ধরে আনল। লোক দু'জন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। কী ঘটছে এসব? ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দেখা যাক কী হয়। এমন সময় তাদের একটা বিলাসবহুল ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং বলা হলো,

"তোমরা এখানে ভালো ভালো সব খাবার খাবে, সুস্বাদু পানীয় পান করবে এবং বিলাসবহুল এ ঘরে বাস করবে। আর আমাদের বাদশাহর জন্য প্রার্থনা করবে। কিন্তু ভুলেও আর কখনও এ ব্যাপারে অভিযোগ করতে পারবে না যে, তিনি যেন বেহেস্তে তোমাদের প্রতিবেশী না হয়!"

কত হৃদয়বানই না ছিল এ বাদশাহ! তাই নয় কি?

আমাদের মহানবিও (সা.) তাদের প্রশংসা করেছেন যারা গরিবদের উপকারে আসে; সাহায্য করে। তিনি বলেছেন,

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিন বান্দাহকে দুনিয়ার কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসের বিপদসমূহ থেকে উদ্ধার করবেন।" (সহীহ মুসলিম)

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

(মান নাফ্ফাসা 'আন মু'মিনিন কুরবাতান মিন কুরাবি আল-দুনইয়া নাফ্ফাসা আল্লাহু 'আনহু কুরবাতান মিন কুরাবি ইয়াওমি আল-ক্বিয়ামাহ)

www.amarboi.org

॥ ০৮ ॥

দাঁতের ঔষধ

একদিন খুব পরিপাটি এবং সুন্দর পোশাক পরিহিত একজন অপরিচিত লোক শহরের একটি নামকরা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল।

সে রেস্টুরেন্টের বয়কে (খাদ্য পরিবেশক) বলল, "আমাকে খুব ভালো গরুর গোশতের রোস্ট এবং সালাদ দাও, প্লিজ।"

চাহিদামত খাবারগুলো তাকে পরিবেশন করা হলো। একটু পরেই যখন সে তার খাবারের প্রথম অংশ মুখে নিয়ে কামড় দিবে অমনি ব্যথার জন্য চিৎকার দিয়ে উঠল, "আহ্! আমার দাঁতগুলো আবার ব্যথা দিচ্ছে!"

অন্য আর একজন অপরিচিত লোক বড় একটা ব্যাগ হাতে তার কাছে এগিয়ে আসল। তার ব্যাগ হতে ছোট্ট একটা শিশি বের করল। তা থেকে সামান্য একটু ঔষধ তুলায় নিয়ে ঐ লোকটির ব্যথার জায়গায় লাগিয়ে দিল।

"তুলার টুকরোটি দিয়ে আপনার ব্যথার দাঁতে আস্তে আস্তে মালিশ করুন," ব্যাগ হাতে আগন্তুক বলল।

লোকটি ঠিক তাই করল। হঠাৎ করে সে চিৎকার করে বলে উঠল, "আশ্চর্য! আমি আর কোনো ব্যথাই অনুভব করছি না।"

হোটেলের সবাই ব্যাগওয়ালা লোকটির নিকট জড়ো হলো। সবাই তার অতি কার্যকরী ঔষধ কিনতে চাইল। মুহূর্তের মধ্যে তার ব্যাগের সব ঔষধ বিক্রি হয়ে গেল।

www.amarboi.org

ঘণ্টাখানেক পর, দাঁতের ব্যথাওয়ালা এবং ব্যাগওয়ালা লোক দু'জন রেলস্টেশনে মিলিত হলো এবং তাদের ব্যবসায়ের লাভ নিয়ে কথা বলতে লাগল। কতই না লাভ হয়েছে এ শহরে ব্যবসা করে! একে অপরকে তারা অভিনন্দন জানাতে লাগল। তারা সেখানে পরবর্তী ট্রেনের অপেক্ষায় বসে রইল।

ঠিক এমন সময় দু'জন পুলিশ এসে তাদেরকে বন্দি করে নিয়ে গেল।

যারা তাদের কাছ থেকে এ ভুয়া ঔষধ কিনেছিলো, তাদের একজন থানায় গিয়ে এ দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। কারণ, এ ঔষধ তার দাঁতের ব্যথায় কোনো উপকারে আসেনি।

পুলিশ অফিসার তাদেরকে তার অফিসে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের ধর্ম কি? তোমরা কি মুসলিম?"

তারা হাত না তুলেই বলল, "আমরা মুসলিম। ধন্যবাদ আল্লাহকে।"

পুলিশ অফিসার আরো রেগে গেলেন, "তোমরা কী আমাদের মহানবি (সা.) এর এ বাণী শোনোনি?" তিনি বলেছেন,

"যে লোকদের ঠকায় (লোকদের সাথে প্রতারণা করে) সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (মুসলিম নয়)।" (সহীহ মুসলিম)

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم)

(মান গাশ্‌শা ফা লাইসা মিন্না)

অতঃপর বিচারক তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেন।

www.amarboi.org

॥ ০৯ ॥

দ্যা ওয়ালেট (টাকা বা মুদ্রার থলি)

অতীতে কোনো এক শহরে ছিল একজন দুষ্ট প্রকৃতির বণিক। একদিন সে তার মুদ্রার থলি (টাকার ব্যাগ) হারিয়ে ফেলে। তাতে ছিল ৮০০ সোনার মুদ্রা। সে পাগলের মত এটা খুঁজে বেড়াল, কিন্তু কোথাও তা খুঁজে পেল না। সবাইকে জিজ্ঞাসা করল কিন্তু কেউ তার খোঁজ দিতে পারল না। কেউ সেটা দেখেনি। তখন সে শহরের এক ঘোষককে ভাড়া করল। এ মর্মে সে ঘোষণা করলো যে, যদি কেউ তার এই টাকার থলির সন্ধান দিতে পারে তাহলে তাকে ১০০ সোনার মুদ্রা উপহার হিসেবে দেওয়া হবে।

ভেলী নামের এক মুচি এ ব্যাগটি কুড়িয়ে পেয়েছিল। সে ছিল খুব সৎ। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, মালিককে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এ ব্যাগটি তার কাছেই রাখবে। সুতরাং, যখন সে ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পেল, তখন সে বণিকের কাছে গেল এবং তার ব্যাগ ফিরিয়ে দিল।

এই বণিক শুধু দুষ্ট প্রকৃতিরই ছিল না; বরং সে ছিল খুবই কৃপণ এবং মিথ্যাবাদী। সে তার টাকার ব্যাগটি ফিরে পেয়ে খুবই খুশি হলো কিন্তু সে ভেলীকে তার কিছুই বুঝতে দিল না।

বণিক তার ব্যাগ খুলে সোনার মুদ্রাগুলো গুণতে শুরু করল। (হঠাৎ করে রেগে গিয়ে) সে ভেলীকে বলল,

www.amarboi.org

"ওহ্! তুমি দেখছি ইতোমধ্যে ১০০ সোনার মুদ্রা নিয়ে নিয়েছো যেটা আমি উপহার হিসেবে দিব বলে ঘোষণা দিয়েছিলাম।"

ভেলী মিথ্যাবাদী বণিকের কোটের দু'পাশের ভাজ ধরে ঝাকি দিয়ে বলল, "তোমার কত বড় সাহস! আমি গরিব হতে পারি কিন্তু আমি চোরও না; দুর্বৃত্তও না। আমাকে তোমার প্রতিজ্ঞাকৃত অর্থ দেওয়ার কোনো দরকার নেই তবুও তুমি আমাকে তোমার অর্থ চুরির দায়ে অভিযুক্ত করো না!"

www.amarboi.org

অতঃপর যখন মিথ্যাবাদী বণিক তার অভিযোগ তুলে নিল না তখন তারা দু'জনে শহরের এক আদালতের শরণাপন্ন হলো। সবকিছু শোনার পর বিচারক বুঝতে পারলেন যে, বণিক মিথ্যা বলছে। তখন তাকে একটা কঠিন শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন বিচারক।

বিচারক বললেন, "একদিকে ব্যবসায়ী বলছে যে, তার মুদ্রার থলে হতে ১০০ মুদ্রা নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে মুচি বলছে যে, সে কোনো মুদ্রাই এ থেকে নেয়নি। আমি দু'জনকেই বিশ্বাস করি। সুতরাং আমি মনে করি, যে ব্যাগটা মুচি কুড়িয়ে পেয়েছে সেটা এ বণিকের নয়; এটি অন্য কারও। অতএব, এটা সরকারের নিরাপত্তায় থাকবে যতক্ষণ না এর আসল মালিক খুঁজে পাওয়া যাবে।"

কৃপণ ব্যবসায়ী তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করল। কিন্তু সেটা ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এ ঘটনা আমাদেরকে মহানবি (সা.)-এর একটা হাদিস স্মরণ করিয়ে দেয় :

"যে মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানায় না, সে মহান আল্লাহকেও কৃতজ্ঞতা জানায় না।" (আল-তিরমিযি)

مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ (رواه الترمذي)

(মান লা ইয়াশকুরু আল-নাসা লা ইয়াশকুরু আল্লাহা 'আযযা ওয়া জাল্লা)

www.amarboi.org

॥ ১০ ॥

বিষ

হুসাইন সেদিন শহর থেকে তার গ্রামে ফিরছিল। সে ছিল খুব খুশি এবং আনন্দিত। কারণ, সে তার সব মালামাল শহরের বাজারে বিক্রি করতে পেরেছিল। পথিমধ্যে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটা ঝর্ণার পাশে সে থামল।

"যতক্ষণ আমি ঘুমাবো ততক্ষণ গাধাটাকে একটু চরিয়ে নেই", সে ভাবল।

যখন সে প্রায় ঘুমিয়ে পড়বে, তখনই সে মনে করল তাইতো টাকাগুলো তো আমার ব্যাগে! সে চিন্তা করল এতগুলো টাকা এখানে রাখা ঠিক হবে না বরং নিরাপদ কোনো জায়গায় রাখা উচিত। সে টাকার ব্যাগটা খুলে আর একবার সেটা দেখে নিল। সব টাকা ঠিকঠাকই আছে। সে ব্যাগটাকে তার জামার ভিতরে লুকিয়ে রেখে আবার নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়ল।

দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই গাছে ওত পেতে ছিল এক চোর। সে কিন্তু সব কিছু প্রত্যক্ষ করল। চোরটা ছিল বেজায় খারাপ। সে প্রায় সারাটা জীবন নষ্ট করেছে অন্যের অনিষ্ট (ক্ষতি) করে। যখন সে হুসাইনের টাকার থলেটা দেখছিল তখন তার চোখ মিটমিট করছিল উচ্ছ্বলতায়। সে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে আসল। অতঃপর সে একটা নল এবং বিষের পাত্র নিল। বিষের পাত্র থেকে কিছুটা বিষ সে নলের মধ্যে উঠালো।

খুব আস্তে আস্তে নিঃশব্দে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হুসাইনের কাছে এগিয়ে এলো চোরটি। সে হুসাইনকে হত্যা করে তার টাকার থলে ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা করল।

www.amarboi.org

সে পরিকল্পনা করল যে, নল হতে কিছুটা বিষ হুসাইনের মুখের ভিতরে দিয়ে তাকে হত্যা করবে। এতসব ভেবে যখনই সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে, এমন সময় হঠাৎ করে হাঁচি দিয়ে উঠল হুসাইন।

চোর হতভম্ব হয়ে গেল। আর অমনি অসাবধানতাবশত ঢোক গিলে ফেলল। অতএব যা হবার তাই হলো। (মুখে থাকা) নলের ভিতরের বিষ সে নিজেই পান করে বসল। সাথে সাথেই সে মৃত্যুর মুখে পতিত হলো। এ ঘটনা আমাদেরকে রসুল (সা.) এর একটি হাদিসকে মনে করিয়ে দেয়। রসুল (সা.) বলেছেন :

"আল্লাহ তারই ক্ষতি করেন, যে অন্যদের ক্ষতি করে।"
(আল-তিরমিযি)

مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ (رواه الترمذي)

(মান দ্বর্রা দ্বর্রা আল্লাহু বিহি)

www.amarboi.org

॥ ১১ ॥

বেল্ট (কটিবন্ধ)

নিহাত ছিল খুবই দুষ্ট। সে শুধুই তার ভাইদের অনিষ্ট করত। সর্বদা তাদের সাথে সে ঝগড়া করত। সে ছিল খুবই কর্কশ ও অসভ্য। এসব আচরণের ফলে তার মা তার উপর খুব রেগে যেত। তার মা তাকে সবসময় উপদেশ দিত, "স্নেহের নিহাত, অন্যের অনুভূতিতে আঘাত করো না। আর মানুষকে কর্কশভাবে বা অসভ্য কোনো কথা বলো না।"

কিন্তু নিহাত কখনও ভাবত না যে, এগুলো খারাপ কাজ এবং এগুলো তার করা উচিত নয়। সে বরং বলত, "আমার কোনো দোষ নেই। আমি খারাপ কোনো কিছু করিনি। তারা আমাকে রাগিয়েছে, যে কারণে আমি তাদের সাথে এ ধরনের আচরণ করেছি। সুতরাং এতে আমার কোনো দোষ নেই।"

একদিন তার মা তাকে বলল, "তুমি যদি আজ সারা দিন কারো সাথে কোনো ঝগড়া না করো তাহলে তোমার পছন্দের ঐ বেল্টটি কিনে দিব যেটা তুমি দোকানের জানালায় দেখেছিলে এবং খুবই পছন্দ করেছিলে।"

নিহাত আসলে বেল্টটা খুব পছন্দ করেছিল। যে কোনোভাবেই আর যে কোনো কিছুর বিনিময়ে সে ওটা পেতে চাচ্ছিল।

তার অন্য ভাইয়েরা মায়ের এ কথা গোপনে কান পেতে শুনে ফেলেছিল। তারা চাচ্ছিল নিহাতের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাতে, যাতে সে বেল্টটা না পায়। কিন্তু কোনো কিছুতেই আর তাকে রাগানো গেল না। নিহাত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, অন্তত আজকের দিনটার জন্য সে

www.amarboi.org

রাগবে না; শুধু আজকের দিনটার জন্য। সন্ধার সময় তার মা তাকে ডেকে বলল,

"আমি দেখলাম যে, সামান্য একটা বেল্টের জন্য তুমি নিজেকে সংবরণ করতে পার। সুতরাং আল্লাহ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার জন্য তোমার তা করা উচিত। কেননা, এটা তাঁর (আল্লাহর) জন্যই করতে তিনি আদেশ করেছেন; কোনো সাধারণ একটা জিনিসের জন্য নয়।"

যদি কেউ নিহাতকে মহানবি (সা.)-এর এ হাদিসটা শোনাতো!

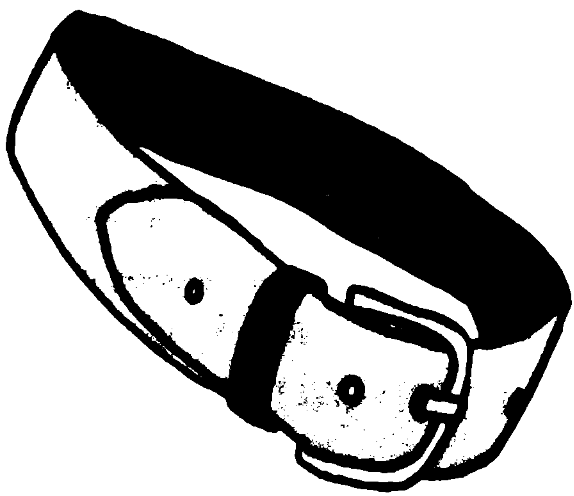

"যে ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করে এমনকি রাগান্বিত অবস্থায়ও, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে বিশাল অট্টালিকা (প্রাসাদ) তৈরি করা হবে।" (আল-তিরমিযি)

مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ (رواه الترمذي)

(মান তারাকা আল-মিরা'আ ওয়া হুয়া মুহিক্কুন বুনিয়া লাহু ফী ওসাত্বি আল-জান্নাহ)

www.amarboi.org

॥ ১২ ॥

রাগ

হালিত ছিল খুবই শক্তিশালী বালক। সে খুব ভারী কোনো জিনিস নীচ হতে এক হাত দিয়ে সোজাসুজি উপরে তুলতে পারত।

রেসলিং (মল্লযুদ্ধ)-এ তার স্কুলের মধ্যে কেউই তাকে পরাজিত করতে পারত না। অধিকাংশ সময়ই তার বন্ধু নুরেটিনের সাথে সে রেসলিং খেলত।

একদিন স্কুলমাঠে হালিত এবং নুরেটিনের মধ্যে রেসলিং খেলা হল। কিন্তু নুরেটিন হেরে গেল। নুরেটিনের রাগ কোনো মতেই থামছে না। সে দৌড়ে ক্লাসরুমের মধ্যে গিয়ে হালিতের সব বইয়ে হিজিবিজি লিখে রাখল।

হালিত খুবই রেগে গেল। সে নুরেটিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার নাকে মারল এক ঘুষি।

নুরেটিনের নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। রক্তে তার জামা-কাপড় এমনকি ক্লাসরুমের মেঝেও ভিজে গেল।

যখন তার ক্লাসের বন্ধুরা দেখল যে সামান্য কারণে এতসব ঘটে যাচ্ছে তখন তারা খুবই দুঃখিত হলো। তাদের ক্লাসের স্যারও হালিতকে ভর্ৎসনা করল এবং নিচের হাদিসটা তাকে শোনাল।

www.amarboi.org

রসুল (সা.) বলেছেন :

"শক্তিশালী ব্যক্তি সে নয় যে মল্লযুদ্ধে তার প্রতিপক্ষকে আঘাত করে; বরং শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে তার রাগকে সংবরণ করতে পারে।"

(সহীহ আল-বুখারি)

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

(رواه البخاري)

(লাইসা আল-শাদীদু বি আল-ছুবুরা'আতি ইন্নামা আল-শাদীদু আল্লাযী ইয়ামলিকু নাফসাহু 'ইনদা আল-গায্‌বাবি)

www.amarboi.org

॥ ১৩ ॥

দৌড় প্রতিযোগিতা

হাসনু ছিল এক সুবোধ বালক। দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো এক গাড়ি-দুর্ঘটনায় তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। কিন্তু তাই বলে কখনই সে জীবনের প্রতি হতাশ হয়নি। প্রত্যেকদিন সে প্রমাণ করতো যে, কারও উপর নির্ভরশীল না হয়েও সে জীবনযাপন করতে সক্ষম। অসংখ্যবার কারও কোনো সাহায্য ছাড়া সে একাকী গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে ।

তাদের একই গ্রামে বাস করত অন্য এক বালক যার নাম মুর্তজা। সে ছিল খুবই দাম্ভিক প্রকৃতির। একদিন, সে হাসনুর সাথে মজা করতে চাইল। মুর্তজা গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার এক প্রতিযোগিতার আহ্বান করল হাসনুকে। সে হাসনুকে বলল, "দেখা যাক, কে আগে শহরে যেতে পারে?"

হাসনু তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল।

"ঠিক আছে। তবে একটা শর্ত। যদি আমি এ প্রতিযোগিতায় জয়ী হই তাহলে তোমার জ্যাকেটটা আমাকে দিতে হবে।" হাসনু বলল।

মুর্তজা হাসল। "যদি তুমি জয়ী হও তাহলে অবশ্যই এ জ্যাকেটটা তুমি পাবে", তাচ্ছিল্যের সাথে সে বলল।

হাসনু বলল আমার আরো একটা শর্ত আছে। আর তা হলো, "আমি প্রতিযোগিতার সময়টা নির্ধারণ করে দিব।"

www.amarboi.org

মুর্তজা ভাবল যে, হাসনু কখনও জয়ী হতে পারবে না। সুতরাং, তার এ শর্তও সে মেনে নিল।

হাসনু অন্ধকার এক রাত্রি প্রতিযোগিতার সময় হিসেবে নির্ধারণ করল।

গ্রাম থেকে শহরের এ রাস্তাটা ছিল বনের মধ্য দিয়ে। হাসনুর জন্য দিন রাত কোনো ব্যাপার ছিল না। তার কাছে দিন যা, রাতও তা। সুতরাং সে হাঁটতে লাগল, যেমন সে প্রতিনিয়ত হাঁটে এবং শহরে পৌঁছে গেল। মুর্তজা হেরে গেল। বিভিন্ন গর্ত-খন্দকে পড়ে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পেল। সে হাসনুর প্রায় আধঘণ্টা পরে শহরে পৌঁছলো।

হায়রে বোকা মুর্তজা! যদি সে নিচের হাদিসটা জানতো, তাহলে কখনও সে এমন আচরণ করতে পারতো না।

রসুল (সা.) বলেন :

"আল্লাহ আমার কাছে এ ব্যাপারে ওহী নাজিল করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও। তোমাদের কেউ অন্যের উপর দম্ভ করবে না এবং কেউ অন্যের উপর জুলুম করবে না।" (সহীহ মুসলিম)

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ

يَبْغِى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ (رواه مسلم)

(ইন্না আল্লাহা 'আযযা ওয়া জাল্লা আওহা' ইলাইয়া আন্ তাওয়াদ্বা'উ হ্বাত্তা' লা ইয়াফখারা আহ্বাদুন 'আলা' আহ্বাদিন ওয়া লা ইয়াবগী আহ্বাদুন 'আলা' আহ্বাদিন)

www.amarboi.org

॥ ১৪॥

স্বর্ণ (সোনা)

আয়লিন ছিল বড়লোক ঘেঁষা প্রকৃতির এবং অহংকারী মেয়ে। একদিন হঠাৎ তার বাবা মারা গেল। সে খুব বিষণ্ন হয়ে পড়ল।

প্রতিদিন তাদের বাড়ির বাগানে একা একা খেলা করত সে। এমনকি কখনও তাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশী বাডরীই এর কাছেও যেত না। কারণ বাডরীইরা ছিল খুবই গরিব।

একদিন বাডরীই দৌড়াতে দৌড়াতে আয়লিনদের বাগানের কাছে এসে বলল, "আমার বাবা খুব অসুস্থ। সে মারা যেতে পারে। সে তোমাকে দেখতে চায় এবং তোমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চায়।" আয়লিন তাকে লাথি মারল এবং বলল, "একজন গরিব মানুষ আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে! সম্ভবত তোমাদের বাড়িতে দুর্গন্ধ। আর দুর্গন্ধযুক্ত কোনো বাড়িতে কেউ যেতে চাইবে না এটাই স্বাভাবিক।"

www.amarboi.org

কয়েক মিনিট পরে বাডরীই আবার তার কাছে ছুটে আসল। তার চোখে জল।

“আমার বাবা সত্যিই তোমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চায়। তোমার বাবা মৃত্যুর আগে কিছু সোনা মাটির নিচে পুঁতে রেখে গিয়েছে। শুধু আমার বাবাই জানে যে, সেগুলো কোথায় পুঁতে রাখা হয়েছে। তোমার বাবা তাকে বলেছিল যে, যতদিন তুমি প্রাপ্তবয়স্কা না হবে ততদিন যেন তোমাকে সে কথা না বলে। কিন্তু আজ সে মৃত্যুপথযাত্রী। তাই সে চায় মৃত্যুর আগে তা তোমাকে বলে যেতে। প্লিজ! তাড়াতাড়ি চলো,” সে বলল।

যখন আয়লিন বাডরীইর সব কথা শুনলো তখন দৌড়ে গেল তাদের বাড়িতে। কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে; বাডরিই’র বাবা মারা গেছে।

আয়লিন তার নিজের উপর খুব রাগ করল এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করল।

আয়লিন কি শুধু সোনাগুলোই হারিয়েছে? অন্য কিছু নয়? না, বরং জান্নাত পাবার সুযোগটাও সে হারিয়েছে। কারণ, সে তার পুরনো অভ্যাসটাকে ধরে রেখেছিলো।

আমাদের নবি মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন :

“যার মনের মধ্যে শস্যদানার পরিমাণও অহংকার আছে সে কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (সহীহ মুসলিম)

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ (رواه مسلم)

(লা ইয়াদখুলু আল-জান্নাতা মান কানা ফী ক্বলবিহি মিছক্বালু যার্রাতিন মিন কিবরীন)

www.amarboi.org

॥ ১৫ ॥

চোর

নূরী ছিল খুবই গরিব একজন কৃষক। মানুষ মনে করত, সে একটা অকর্মণ্য ও নির্বোধ। সে কখনও কারও কোনো কাজে যেমন মাথা ঘামাতো না তেমনি কোনো ব্যাপারে কথাও বলত না; যতক্ষণ না একেবারেই প্রয়োজন পড়ত।

একদিন, খুব বুদ্ধিমান হিসেবে অতীতে সুনাম ছিল এমন এক লোক নূরীর গাধাটা চুরি করল। যখন নূরী দেখল যে, তার গাধাটা আর নেই; চুরি হয়ে গেছে, তখন সে বাজারে আর একটা নতুন গাধা কিনতে গেল।

বাজারের মধ্যে যখন সে ঘোরাফেরা করছে তখন হঠাৎ করে তার নিজের গাধাটাই দেখতে পেল। দ্রুত বিক্রেতার কাছে সে ছুটে গিয়ে বলল,

www.amarboi.org

"এটা আমার গাধা। গত সপ্তাহে এটা চুরি হয়েছিল।"

চোরটা ছিল নির্লজ্জ। সে জবাব দিল, "আপনি ভুল করছেন; এটা আমি তখনই কিনেছিলাম যখন এটা ছিল একটা ছোট্ট শাবক এবং আমি নিজেই তাকে লালন-পালন করে এত বড় করে তুলেছি।"

এ কথা শুনে সাথে সাথে নূরীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে তার চাদর দিয়ে গাধাটার চোখ ঢেকে ফেলল এবং বলল, "এটি যদি তোমার গাধা হয় তাহলে আমাকে বলো এর কোন চোখটি অন্ধ?"

চোরটা তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, "ডান চোখ।"

নূরী গাধাটার ডান পাশের চাদর খুলে নিল। বিক্রেতাকে দেখাল যে, তার ডান চোখটা ভাল।

"ওহ, দুঃখিত! আমি সংশয়ে ছিলাম। অবশ্যই এর বাম চোখটা অন্ধ।"

"তুমি আবারও ভুল করলে।" নূরী বলল। বাম চোখটা এবার খুলে দিল। ইতোমধ্যে বাজারের অন্যান্য মানুষ সেখানে এসে ভিড় জমিয়েছে। তারা দেখল, নূরী সত্যিই খুব জ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি।

আমাদের নবি (সা.) তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা অন্যের জিনিস চুরি করে। তিনি (সা.) বলেন :

"আল্লাহ চোরকে অভিশাপ দেন।" (সহীহ আল-বুখারি)

لَعَنَ اللّٰهُ السَّارِقَ (رواه البخاري)

(লা'আনা আল্লাহু আল-সারিক্বা)

www.amarboi.org

॥ ১৬ ॥

খাদ্যের টুকরো

বাসিম ছিল খুব ভালো ছেলে। তার বাবা বেশ ধনী লোক ছিল। তাই সে যা কিছু চাইত সবই পেয়ে যেত। কিন্তু সে জানত না যে, কম ভাগ্যবান (গরিব) মানুষেরা কিভাবে জীবনযাপন করে।

একদিন সে মাঠে ফুটবল খেলতে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একটা কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে তার পিছু নেয়। সে খুব জোরে দৌড় দিল। কিন্তু কুকুরের সাথে সে পেরে উঠল না। বাগানের ছোট্ট একটা গলিপথে তাকে ধরে ফেলল। ঠিক তখনই বাসিম একটা মাটির ঢিলার সাথে

আঘাত খেয়ে নীচে পড়ে গেল। জ্ঞান ফিরলে সে তাকিয়ে দেখে তার সমবয়সী একটা বালক আর তার মাকে। বালকটির মা তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করছে। তারা তাকে কুকুরের হাত থেকে বাঁচিয়ে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেছে ক্ষত পরিস্কার করার জন্য।

বাসিম প্রথমে তাদের ধন্যবাদ জানালো। কিন্তু তাদের বাড়ি এবং তার আসবাবপত্র দেখে সে খুবই আশ্চর্য হলো। তাদের আসবাবপত্র ছিল অতি সাধারণ, নিম্নমানের এবং জরাজীর্ণ।

তাদের সাথে রাতের খাবার খেতে বসে সে খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে অনুভব করল, প্রতিটা লোকমা যা সে খাচ্ছে তা যেন তার গলায় খড়কুটোর মত আটকে যাচ্ছে।

পরদিন বাসিম তার মার তৈরি কিছু ভালো-ভালো খাবার নিয়ে সেই বালক ও তার মার কাছে গিয়ে একত্রে বসে তাদের সাথে খেল। এসময় সে ভালই অনুভব করল। খুব তাড়াতাড়ি এ দু'জন বালক একে অপরের খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেল। বাসিম ছিল খুব দয়ালু এবং বিনয়ী। তার এ আচরণ যেন আমাদের মহানবি (সা.) এর বাণীর আলোকে গঠিত ছিল :

"ঐ ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনেনি যে উদর পূর্ণ করে খায়, অথচ সে জানে যে তারই প্রতিবেশী অভুক্ত।" (ইবন আবি শায়বাহ)

مَا آمَنَ بِيْ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىْ جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ (رواه إبن أبي شيبة)

(মা 'আমানা বী মান বাতা শাব'আনা ওয়া জারুহু জা'ই'উন ইলা' জানবিহি ওয়া হুয়া ইয়া'আলামু বিহি)

॥ ১৭ ॥

টাকা

কোনো এক রমজান মাসে ইছাম ইফতারের জন্য দোকানে কিছু রুটি কিনতে গিয়েছিল। বেকারির (রুটির দোকানের) সামনে ছিল লম্বা লাইন। ইফতারের সময় যতই ঘনিয়ে আসছিল মানুষগুলো ততই অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিল। বেকারির মালিক লাইনে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে ভয় পেতে শুরু করল। এটা তার জন্য মোটেও সহজ ছিল না যে, সে প্রত্যেককে রুটি দিতে পারবে এবং ঠিকমত তার টাকা বুঝে নিবে। ইছামের যখন রুটি পাবার কথা তখন ঠিক ইফতারির সময়। বেকারির মালিক সত্যিই অনেক ক্লান্ত ছিল। তাই ভুল করে ইছামকে বেকারির মালিক কিছু বেশি টাকা ফেরত দিল। ইছাম দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সে মালিকের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"কোনো সমস্যা?" বেকারির মালিক জিজ্ঞাসা করল।

"না।" ইছাম জবাব দিল।

তখন ইফতারের সময় হয়ে এসেছে। টাকাগুলো নিয়ে ইছাম দিল দৌড়। বাসায় ফিরে আসল। রাতে খাবারের সময় ইছাম ছিল ভীত এবং সন্ত্রস্ত। ঘুমাতে যেয়ে সে আরও ভীত হয়ে পড়ল। সে অনুভব করতে লাগল, কোনো এক অপরিচিত মানুষ যেন তাকে প্রশ্ন করছে, "কেন তুমি এটা করলে? কেন তুমি টাকাগুলো নিলে যেটা তোমার নয়?"

www.amarboi.org

ইছাম চিন্তা করল সবকিছু সে তার মাকে খুলে বলবে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সে পরিবর্তন করল এবং কাউকে সে এ ব্যাপারে কিছু জানালো না। সে জানত মাকে জানালে তিনি রাগ করবেন এবং তাকে দোষারোপ করবেন। সে সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখল। এমনকি যখন সে সকালে ঘুম থেকে উঠল তখনও স্বস্তি ফিরে পেল না।

দেয়ালে টানানো ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে একটা হাদিস লেখা।

"পাপ হলো এমন কাজ যেটা তোমার অন্তরকে নাড়া দেয় আর সেটা অন্যান্য লোক জানুক তাও তুমি অপছন্দ করো।"
(সহীহ মুসলিম)

الإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ(رواه مسلم)

(আল-ইছমু মা হ্বাকা ফী ছ্বাদরিকা ওয়া কারিহতা আন ইয়াত্ত্বালি'আ 'আলাইহি আল-নাসু)

www.amarboi.org

॥ ১৮ ॥

মধ্যস্থতাকারী

প্রচণ্ড শীতের কোনো একদিন ঈসা স্কুলে যাচ্ছিল । পথিমধ্যে সে খুবই গরিব একটা শিশুকে দেখতে পায় । শিশুটির গায়ে কোনো জামা নেই । তার জুতা ছিল পুরাতন, ছেঁড়া এবং ভেজা । ঈসা যখন শিশুটিকে অতিক্রম করছিল তখন সেগুলো সে লক্ষ্য করল । ঈসার পরিবারও যে খুব ধনী ছিল তা নয় । তবে তার মা-বাবা তাদের সন্তানদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ছিল ।

ঈসা সিদ্ধান্ত নিল, সে এই শিশুকে অনুসরণ করবে । সে খুবই অবাক হলো যখন সে দেখল যে, গরিব এ শিশুটি একই স্কুলের দিকে যাচ্ছে । সে তাকে চিনতে পারল না । এমনকি আগে তাকে কখনও এ স্কুলে দেখেছে বলেও মনে করতে পারল না ।

এ গরিব বালকটিকে সে সাহায্য করতে চায় । কিন্তু কিভাবে করবে সেটা সে বুঝতে পারছে না । সে তার প্রায় দু'বছর ধরে ব্যবহৃত এ জুতা জোড়া তাকে দেয়ার মনস্থ করল । কিন্তু পরক্ষণে ভাবল তার তো আর কোনো অতিরিক্ত জুতা নেই ।

দুপুরে খাবারের সময় ঈসা সে শিশুটিকে আবার দেখল । তাকে জিজ্ঞাসা করল, সে তার বন্ধু হবে কিনা? অতঃপর খুব শীঘ্র তারা একে অপরের বেশ কাছের বন্ধু হয়ে গেল । শিশুটির পিতা কয়েক বছর আগে মারা গেছে । সে তার মা আর ছোট দু'বোনের সাথে বসবাস করে । এইতো সেদিনই তারা ঈসাদের প্রতিবেশী হয়েছে । ঈসা সেদিনের দুপুরের খাবারটা দু'জনে ভাগাভাগী করে খেল ।

www.amarboi.org

সন্ধ্যায় ঈসা তার বাবাকে বলল, "আমাদের ক্লাস-টিচার আমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন। আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যে কীভাবে আমরা গরিবদের সাহায্য করতে পারি।"

তার বাবা তাকে কিছু ধারণা দিল। সাথে কিছু উপায়ও বলে দিল যার মাধ্যমে সে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে।

পরদিন ঈসা তাদের পাশেই গরিবদের সাহায্য করার একটা ফাউন্ডেশনের অফিসে গেল। সেখানে সে এক ব্যক্তির সাথে দেখা করে। লোকটি ছিল খুবই দয়ালু। ঈসা ঐ ব্যক্তিকে তার বন্ধুর ব্যাপারে সবকিছু খুলে বলে তাদের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করল।

www.amarboi.org

লোকটি ঈসার সৎ কাজের আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে খুবই খুশি হলো এবং তাকে অভিনন্দন জানালো। লোকটি ঈসার নিকট তার বন্ধুর বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইল। আর তাকে বলল, "আল্লাহ এবং আমাদের নবি (সা.) উভয়ই তোমার মত শিশুদেরকে ভালোবাসেন। তুমি আমাদের মহানবি (সা.)-এর এ নির্দেশনার আলোকে এ কাজটি করেছো।"

মহানবি (সা.) বলেছেন :

"ভালো কাজের সন্ধান দানকারী কাজটি সম্পাদনকারীর অনুরূপ।" (আল-তিরমিযি)

إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ (رواه الترمذي)

(ইন্না আল-দাল্লা 'আলা আল-খাইরি কা ফা'ইলিহি)

www.amarboi.org

॥ ১৯ ॥

লুকোচুরি খেলা

একদিন ইহসান তার বন্ধুদের সাথে লুকোচুরি খেলছিল। যখন তার লুকানোর সময় হলো তখন সে রাস্তার পাশে একটা বাদাম গাছের পেছনে খুব ভাল একটা জায়গা খুঁজে পেল যেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর হবে এবং সেখানেই সে লুকিয়ে থাকল।

ঠিক তখনই সাদা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ তার কাছে এগিয়ে এলো। বৃদ্ধটি ছিল অপরিচিত এক আগন্তুক।

"হে বৎস! আমার পথ নির্দেশনা দরকার। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?" বৃদ্ধটি ইহসানকে বলল।

ইহসান ফিরে দাঁড়াল। তার আঙ্গুল ঠোঁটের উপর রেখে বৃদ্ধকে চুপ থাকতে ইশারা করল।

বৃদ্ধটি বুঝতে পারল না কেন তাকে চুপ থাকতে হবে। সে ইহসানের দিকে আশ্চর্যভাবে তাকিয়ে রইল। তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমাকে চুপ থাকতে বলছো কেন? আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি। উত্তর জানা থাকলে জবাব দাও; অন্যথায় শুধু মাথা নাড়াও।

আমি এ শহরের বাচ্চাদের বুঝতে পারছি না। এরা খুব অদ্ভুত।" বৃদ্ধ লোকটি অসন্তুষ্ট চিত্তে আনমনে বলতে লাগল।

অন্য যে বালকটি তাদের খুঁজে বের করতেছিলো সে যখন দেখল যে, একজন লোক গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আনমনে কথা বলছে। সে তখন

www.amarboi.org

ভাবলো নিশ্চয় কেউ ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে গাছের কাছে গেল এবং ইহসানকে খুঁজে পেল।

বৃদ্ধ লোকটি অধৈর্য হয়ে বলল, অবশ্যই, এই শিশুদের কেউ নবি (সা.)-এর ঐ হাদিসটা শিক্ষা দেয়নি :

"পথহারা কোনো পথিককে পথ দেখানোও একটা সৎ কাজ।"
(আল-তিরমিযি)

অন্য হাদিসে রসুল (সা.) বলেছেন :

مَنْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ (رواه الترمذي)

www.amarboi.org

(মান হাদা' য্বুক্কাক্কান কানা লাহু মিছলা 'ইতক্বি রাক্কাবাতিন)

"যে কোনো (পথহারা) পথিককে পথ দেখায়, তার জন্যে রয়েছে একটি দাস মুক্তির সমান পুরস্কার।"

বৃদ্ধ লোকটি ফিরে চলে গেল। ইহসান তার ভুল বুঝতে পারল এবং কৃত কর্মের জন্য লজ্জিত হলো। সে ভুলে গেল যে খেলা করছিল। দৌড়ে সে বৃদ্ধ লোকটির কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল এবং তাকে নিয়ে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিল।

www.amarboi.org

॥ ২০ ॥

অন্যের আনন্দ নষ্টকারী

প্রায় সব দিক বিবেচনায় অভনী ছিল এক সুবোধ বালক। শুধু একটা সমস্যা তার মধ্যে ছিল তা হলো সে খুব ঝগড়াটে। যে কারণে তার বন্ধুরা তাকে পছন্দ করত না।

শরতের এক বিকেলে সে ও তার বন্ধুরা মিলে কোনো এক হ্রদের (লেকের) পাড়ে বসে গল্প করছিল। তারা সমুদ্র এবং হ্রদ নিয়ে কথা বলছিল। তাদের কেউ কেউ বলল, "হ্রদের চেয়ে সমুদ্র অনেক গভীর এবং এর পানি বেশি ঠাণ্ডা।"

যথারীতি, অভনী ভিন্ন মত প্রকাশ করল। কিন্তু কোনো বন্ধুই তার সাথে এ বিষয়ে আর বিতর্ক করল না। কারণ তারা অভনীর স্বভাব সম্পর্কে জানে।

তারা পাথর ছোড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পানির উপরে তারা পাথরের টুকরোগুলো এমনভাবে নিক্ষেপ করতে লাগল যেন সেগুলো পাখির ন্যায় পানির উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

তাদের মধ্যে ফারুক নামের এক ছেলে ছিল এ বিষয়ে খুব পারদর্শী। সে খুব সুন্দরভাবে এটা করছিল। তার পাথরগুলো যাচ্ছিল অনেক দূর অব্দি।

অভনী ঈর্ষান্বিত হলো। সে বলল, "তোমার পাথরগুলো আমাকে দেখাও।"

www.amarboi.org

ফারুক তার হাত খুলে পাথরগুলো দেখালো। সেগুলো মোটেও অন্যদের চেয়ে আলাদা ছিল না।

কিন্তু অন্যের আনন্দ নষ্টকারী অভনী আসলে তাদের সাথে ঝগড়া করার উপায় খুঁজছিল।

"ওহ্! তুমি পাতলা পাথরগুলোই নিয়েছো। অবশ্য এ রকম পাতলা পাথরগুলোই বহু দূর পর্যন্ত যায়। যে কেউ সেটা করতে পারে।"

ফারুক ছিল সহজ-সরল প্রকৃতির ছেলে। সে বলল, "তাই! তাহলে কেন আমরা আমাদের পাথরগুলো নিজেদের মধ্যে পাল্টিয়ে নেই না? তুমি আমার পাথরগুলো নাও আর তোমারগুলো আমাকে দাও।"

www.amarboi.org

কিন্তু ফলাফল একই। ফারুকের পাথরগুলোই বেশি দূর পর্যন্ত যেতে লাগল।

পঙ্গু হায়দার, যে কোনো এক গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছিল, অভনীর কাছাকাছি হলো এবং খুব ভদ্রভাবে তাকে বলল, "(মনে হচ্ছে) তুমি আজ খুব খারাপ মেজাজে আছো। তাছাড়া তুমি আজ সত্যিই দুর্ভাগা।"

এ কথা শুনে অভনীর খুব রাগ হলো। এমনিতে সে ফারুকের মত পাথরগুলোকে বেশি দূরে পাঠাতে পারছে না তার উপর আবার হায়দারের এমন কথা! সে হায়দারের কথার উত্তরে চেঁচিয়ে উঠল,

"তুমি কী জান? খোঁড়া কোথাকার!"

অন্য ছেলেরাও অভনীর উপর খুব রাগ করল। কারণ, তারা সবাই হায়দারেকে ভালোবাসত। আর তাকে যে খারাপভাবে সম্বোধন করে কথা বলত তাকেও তারা ঘৃণা করত। তারা অভনীকে বলল, "তুমি খুব অন্যায় করেছো এবং তুমি অতি নীচও বটে।"

অভনীর আচরণ ছিল ঠিক মহানবি (সা.)-এর শিক্ষার বিপরীত। কারণ আমাদের মহানবি (সা.) বলেছেন :

"তোমরা তোমাদের কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক করো না। আর তাদের কাউকে নিয়ে উপহাসও করো না।" (আল-তিরমিযি)

لاَ تُمَارِ أَخَاكَ وَلاَ تُمَزِحْهُ (رواه الترمذي)

(লা তুমারি আখাকা ওয়া লা তুমাযিহহু)

www.amarboi.org

॥ ২১ ॥

চেরি গাছ

আলী এবং আয়েশা চেরি গাছে উঠে পাকা পাকা সব চেরিফল খাচ্ছিল।

আলী বলল, "ডালে ঝুলে থাকা থোকা থোকা চেরিফল দেখতে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।"

"ঐ যে ডালগুলো, ওগুলো খুব চিকন। তোমার ওজন ওগুলো সহ্য করতে পারবে না; ভেঙে যাবে। ওগুলো শুধুই সুন্দর।" আলীকে উদ্দেশ্য করে আয়েশা বলল। যাতে সে ঐ চিকন ডালগুলোতে না ওঠে।

www.amarboi.org

কিন্তু আলী তা শুনলো না। কোনোকিছু চিন্তা না করে সে শুধু ভাবল ওগুলো তার চাই-ই চাই। সে চিকন সব ডালগুলোর দিকে এগুতে লাগল। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর আগেই একটা ডালসহ আলী নিচে পড়ে গেল। সে শুধু ডালটাকেই ভাঙল না বরং সাথে তার পা'টাকেও ভাঙল। এ জন্য বেশ কয়েক সপ্তাহ তাকে বাড়িতেই কাটাতে হলো। তখন সে শুধুই দেখতে লাগল যে, অন্য শিশুরা গাছে উঠে সব চেরিফলগুলো পেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আলীর আচরণ ছিল অতি লোভীর মত, তাই নয় কি?

আমাদের মহানবি (সা.)-এর এ বাণীটা কতই না যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেছেন :

“যদি কোনো আদম সন্তানের (কোনো ব্যক্তির) সোনার দু'টি উপত্যকা থাকে, তাহলেও সে তৃতীয়টার প্রত্যাশা (লোভ) করবে। একমাত্র কবরই পারে তার (মানুষের) লোভকে তুষ্ট (নিবারণ) করতে।” (আল-তিরমিযি)

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لأَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ ثَالِثٌ وَلاَ يَمْلأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ (رواه الترمذي)

(লাও কানা লি ইবন্ 'আদামা ওয়াদিয়ানি মিন যাহাবিন লাআহ্বাব্বা আন ইয়াকূনা লাহু ছালিছুন ওয়া লা ইয়ামলা'উ ফা'হু ইল্লা আল-তুরাবু)

www.amarboi.org

॥ ২২ ॥

সাহসী ছেলে

প্রাচীনকালে ডাকাতরা মানুষের ধন-সম্পত্তি লুট করার জন্য রাস্তার পাশে ওত পেতে বসে থাকত। এমনকি তারা মানুষদেরও অপহরণ করে দাস (গোলাম) হিসেবে বাজারে বিক্রি করে দিত।

একদিন এক বৃদ্ধ সেই ডাকাতদের কোনো এক দলের কাছে অপহৃত হলো। ডাকাত সর্দার তাকে বলল, "তুমি যদি চাও যে আমরা তোমাকে দাস হিসেবে বিক্রি না করে মুক্ত করে দেই

তাহলে আমাদের একশত স্বর্ণমুদ্রা মুক্তিপণ হিসেবে দিতে হবে। কেবল তারপরই আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব।"

বৃদ্ধ লোকটা তার পরিবারের কাছে একটা চিঠি লিখল।

"আমি জানি তোমাদের এমন কোনো সম্পত্তি নেই যাতে তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে আমাকে স্বাধীন করতে পারবে। আমি শুধু আমার বর্তমান পরিস্থিতি তোমাদের জানানোর জন্যই এ চিঠিটা লিখছি।"

বৃদ্ধ লোকটির দয়ালু ও সাহসী একটা ছেলে ছিল। সে তার বাবার চিঠিটা পেয়ে ডাকাতদের কাছে ছুটে গেল এবং তাদেরকে বলল, "ওহে ডাকাতরা, আমি জানি মুক্তিপণ ছাড়া তোমরা আমার বাবাকে ছেড়ে দিবে না। আমি তোমাদেরকে সেটা করতেও বলছি না। কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে দেখ, আমার বাবা একজন তুচ্ছ এবং বৃদ্ধ মানুষ। শারীরিকভাবে সে খুবই দুর্বল। তাকে বিক্রি করে খুব বেশি দাম তোমরা পাবে না। তার চেয়ে বরং আমাকে নিয়ে চলো এবং দাস হিসেবে বিক্রি করে দাও। তাতে তোমরা দাম বেশি পাবে তোমাদের লাভ হবে। আর বিনিময়ে আমার বৃদ্ধ বাবাকে তোমরা মুক্ত করে দাও।"

ডাকাতরা তার এ প্রস্তাব পছন্দ করল। ভাবল ভালই প্রস্তাব। কিন্তু তারা বলল এ জন্য আমাদের সরদারের অনুমতি নিতে হবে। যখন তাদের সরদার এ কথাগুলো শুনল সে তো বিশ্বাসই করতে পারল না যে, এ যুগে এমন ছেলেও আছে? ডাকাত সরদার ছেলেটির দিকে শ্রদ্ধাভরে তাকালো এবং বললো,

"তাহলে এখনও এমন সাহসী ছেলে পৃথিবীতে আছে। আশ্চর্য, সত্যিই অবিশ্বাস্য। এমন সাহসী ছেলের কাছে আমি আমার

www.amarboi.org

নিজেকেও উৎসর্গ করতে পারি। এসো, তোমার জন্যই আমি তোমার বাবাকে মুক্ত করে দিব। তুমি এবং তোমার বাবা দু'জনেই মুক্ত।"

বৃদ্ধ লোকটি এবং তার সাহসী ও সৎ ছেলেটি এমন এক ঘোরতর বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দের সাথে বাড়িতে ফিরে আসল। এ ঘটনা আমাদের মহানবি (সা.) এর একটা হাদিস স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন :

"একজন ছেলে কখনই তার বাবার (অনুকম্পার) প্রতিদান দিতে পারে না। তবে যদি সে কখনও তার বাবাকে গোলাম হিসেবে পায় এবং মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে তাহলে তার প্রতিদান হয়ে যায়"। (সহীহ্-মুসলিম)

لاَ يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ (رواه مسلم)

(লা ইয়াজয্বী ওয়ালাদু ওয়ালিদান ইল্লা আন ইয়াজিদাহু মামলূকান ফা ইয়াশতারিইয়াহু ফা ইউ'তিক্বহু)

www.amarboi.org

॥ ২৩ ॥

ছাগলছানা

নেসীপের ছাগল খুবই পছন্দের; বিশেষকরে ছাগলছানা। একদিন তার বাবা তাকে একটা ছাগলছানা উপহার দিল সেটাকে দেখাশুনা করার জন্য। নেসীপ তাকে খাওয়াতো এবং দেখাশুনা করত। গ্রীষ্মের সময় এটাকে সে বড় করে তুলল। যখন এ ছানাটি লাফালাফি করত, দৌড়ে তার কাছে আসত এবং তার হাত ছুঁয়ে দিত তখন সে খুব আনন্দ পেত।

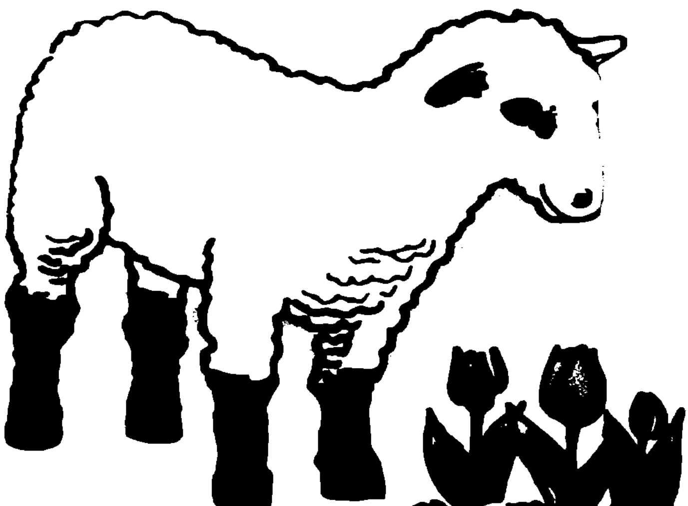

নেসীপের বাবা সবসময় তাকে বলতেন, "কখনও তোমার ঘরের দরজা খুলে রেখো না। তাহলে ছাগলছানাটি তোমার ঘরের ভিতর ঢুকবে এবং আসবাবপত্র ভেঙে ফেলবে।"

একদিন নেসীপ তার বল আনার জন্য ঘরের মধ্যে গেল। তার বাবার কথা মনে ছিল ঠিকই কিন্তু তার প্রতি কোনো গুরুত্ব দিল না। তাই

www.amarboi.org

যাবার সময় দরজা বন্ধ করে গেল না। সে মনে করল এখনই তো ফিরে আসব। সে কিন্তু লক্ষ্য করল না যে, তার সাথে ছাগলছানাটিও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

যখন ছাগলছানাটি নেসীপকে খুঁজে ফিরছিল তখন সে হঠাৎ করে বড় একটা আয়নার সামনে চলে আসল। সে তো অবাক। তারই মত অন্য একটা ছাগলছানা এ ঘরের মধ্যে। সেটির দিকে সে এগিয়ে যেতে লাগল। সে লক্ষ্য করল যে, অন্য ছানাটিও তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে আরো অবাক হলো।

তোমরা নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছো। ছাগলছানাটি দেখল তারই মত অন্য ছানাটি একই আচরণ করছে। সে তখন রেগে গিয়ে মাথা নিচু করে আয়নার দিকে দিল এক দৌড় এবং আয়নায় আঘাত করতে লাগল। সে চাচ্ছিল তাকে একটা উচিত শিক্ষা দিতে। মুহূর্তেই বিকট শব্দে ঘরের মধ্যে আয়নাটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

নেসীপ যদি আমাদের মহানবি (সা.) এর নিম্নোক্ত বাণীটি জানত তাহলে কখনও সে তার বাবার কথার অবাধ্য হতো না। রসুল (সা.) তাঁর দুই যুবক সাহাবি হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর এবং 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

"তোমার পিতার আনুগত্য কর।" (মুসনাদে আহমদ)

أَطِعْ أَبَاكَ (رواه أحمد)

(আত্বি' আবাকা)

www.amarboi.org

॥ ২৪ ॥

মেধাবী ছেলে

একদিন তিনজন মহিলা বাজার হতে বাড়িতে ফিরছিলেন। তাদের হাতে ছিল বাজারের থলি। পথিমধ্যে তারা একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য রাস্তার পাশে একটা বেঞ্চে বসল এবং সন্তানদের নিয়ে কথা বলা শুরু করল।

প্রথম মহিলা তার ছেলের মেধার কথা শুরু করল। সে বলল যে, তার ছেলেটি খুবই কর্মঠ। সে তার হাতের উপর ভর করে বেশ কিছু সময় চলতে পারে।

দ্বিতীয় মহিলা বলল যে, তার ছেলে খুব সুন্দর ও মিষ্টি সুরে গান গাইতে পারে এবং সবাই তার গান খুব পছন্দ করে।

তৃতীয় মহিলা শুধুই তাদের কথা শুনছিল। অন্য দু'জন তাকে বলল, "তুমি কিছু বলছো না কেন?"

"আমার ছেলের উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো মেধা বা যোগ্যতা নেই যা আমি তোমাদের বলতে পারি।" সে উত্তর দিল।

একজন বৃদ্ধ লোক সে সময় ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তাদের কথাগুলো শুনেছিল। তার কৌতূহল হলো তাদের সম্পর্কে জানতে। সে সিদ্ধান্ত নিল যে, সে মহিলাদের পিছু নিবে। যখন মহিলারা তাদের বাড়ির রাস্তায় চলে গেছে তখন তারা আবার বিশ্রাম নেওয়ার জন্য রাস্তার পাশে বসল। তাদের বাজারের থলিগুলো পাশেই নামিয়ে

রাখল। ছেলেগুলো তাদের মা'দের আসতে দেখে ছুটে তাদের কাছে চলে আসল।

প্রথম মহিলার ছেলে মালবাহী একটা গাড়ির চাকা ঘুরাচ্ছিল।

দ্বিতীয় মহিলার ছেলে তার মায়ের খুব কাছাকাছি এসে গান গাওয়া শুরু করল। সত্যিই ছেলেটার গলা খুব মিষ্টি। অপূর্ব গায়ও সে। সবাই তার প্রশংসা করল।

www.amarboi.org

কিন্তু তৃতীয় মহিলার ছেলে তার মায়ের কাছে আসল এবং বলল, “আমি কি তোমাকে সাহায্য করব মা?” তারপর বাজারের থলি কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে গেল।

এরপর মহিলারা বৃদ্ধ লোকটিকে থামাল এবং তাদের ছেলেদের মেধার কথা জিজ্ঞাসা করল। তাদের মধ্যে কে বেশি মেধাবী?

“আমি মাত্র একটি বালককেই মেধাবী দেখেছি।” বৃদ্ধ লোকটি বলতে লাগল। “শুধু সেই ছেলেটি যে তার মাকে সাহায্য করার জন্য এসে বাজারের থলি নিয়ে গেল। সে ঠিক আমাদের মহানবি (সা.)-এর একটা হাদিসের আলোকেই এ আচরণ করল।”

মহানবি (সা.) বলেছেন :

“আমি প্রত্যেককে উপদেশ দেই সে যেন তার মায়ের সেবা করে।” (ইবন্ মাযাহ্)

أُصِيْ امْرَأً بِأُمِّهِ (رواه ابن ماجه)

(‘উছী’ ইমরা’আন বি উম্মিহি)

www.amarboi.org

॥ ২৫ ॥

প্লাস্টিকের থালা (প্লেট)

কোনো এক সময় এক দেশে ছিল এক বৃদ্ধ কাঠমিস্ত্রী। বয়সের ভারে সে ছিল নুব্জ এবং দুর্বল। সে তার সব শক্তিই প্রায় হারিয়েছে। এমনকি তার দৃষ্টিশক্তিও হারাবার পথে। শারীরিক দুর্বলতার কারণে তার হাত-পা কাঁপতো। তাই খাবার সময় সে ভালোমত চামচ ব্যবহার করতে পারত না। সে যত না খাবার মুখে দিতে পারত তার চেয়ে বেশি নীচে ছড়াতো।

তার ছেলে এবং ছেলের বউ সবসময় তাকে আরো সতর্ক হওয়ার জন্য বলত। কখনও কখনও তার উপর তারা রাগ করত। বিশেষকরে যখন খাবারগুলো তার গাল বেয়ে নীচে পড়ত। এটা ছিল তাদের জন্য বিরক্তিকর এবং অস্বস্তিকর। তাই একদিন তারা তার খাবার টেবিল আলাদা করে দিল।

বৃদ্ধের একমাত্র নাতি হাসান তার দাদার সাথে তার বাবা-মায়ের এমন আচরণের জন্য খুব দুঃখ ও কষ্ট পেল। সে দাদাকে যথাসাধ্য সাহায্য করত যাতে সে খাবারগুলো ঠিকমত খেতে পারে আর আশেপাশে না ছড়ায়।

একদিন খাবার সময় বৃদ্ধ হঠাৎ করে পড়ে গেল এবং তার হাতের থালাটি ভেঙে ফেলল। কিছু দূরে অন্য টেবিলে বসা ছেলে ও ছেলের বউ-এর ভয়ে সে তাদের দিকে অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। চোখে তার পানি গড়িয়ে পড়ছে। তারা তার উপর খুবই রাগ করল। তারা তাকে ভৎসনা করল এবং বৃদ্ধ লোকটির হৃদয় ভেঙে দিল। সে

www.amarboi.org

সময় থেকে তারা তাদের বাবাকে প্লাস্টিকের থালায় করে খাবার দিত। যাতে ভবিষ্যতে আর ভেঙে না যায়।

একদিন বৃদ্ধ লোকটির ছেলে তার বউকে বলল যে, এ প্লাস্টিকের থালায় আর কোনো ফলমূল (খাদ্য) দিও না। এগুলো আবর্জনার সাথে ফেলে দাও। তার বউ তাই-ই করল।

হাসান তার মধ্য থেকে দু'টো প্লাস্টিকের থালা আলাদা করে রাখল এবং তার বাবা-মাকে বলল এ দু'টি না ফেলে তুলে রাখতে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

"তুমি এগুলো নিয়ে কি করবে?" তার বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করল।

www.amarboi.org

প্রত্যুত্তরে হাসান বলল, "তোমরা যখন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হবে তখন তোমাদের খাবার দেয়ার জন্য আমি এগুলো ব্যবহার করব ।"

এ কথা শুনে হাসানের বাবা-মা খুবই লজ্জিত হলো। পুনরায় তারা তার বাবাকে তাদের সাথে একই টেবিলে খাবার খেতে দিল। আর প্লেটটাও পরিবর্তন করে দিল ।

যদি ছেলে এবং তার বউ জানত যে, জান্নাতে প্রবেশের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে মা-বাবা'র সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাহলে তারা তাদের বাবার সাথে কখনও এমন আচরণ করত না ।

রসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন :

"পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর তাদের অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি ।" (আল-তিরমিযি)

رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَىْ الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ

(رواه الترمذي)

(রিদ্বা' আল-রাব্বি ফী রিদ্বা' আল-ওয়ালিদি ওয়া সাখাত্বু আল-রাব্বি ফী সাখাত্বি আল-ওয়ালিদি)

www.amarboi.org

॥ ২৬ ॥

ফাউন্টেন পেন (ঝর্ণা কলম)

জালাল গরিব এক কাঠমিস্ত্রির ছেলে। একদিন সে রাস্তার পাশে বসে কাঁদছিল। কারণ সে তার কলমটি হারিয়ে ফেলেছে।

খুব সুন্দর ও দামি পোশাক পরিহিত এক লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। জালালকে কাঁদতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কাঁদছো কেন?"

জালাল তার সমস্যার কথা বলল। লোকটি তার পকেট থেকে একটা কলম বের করে বলল, "এটাই কি তোমার হারিয়ে যাওয়া সেই কলম?"

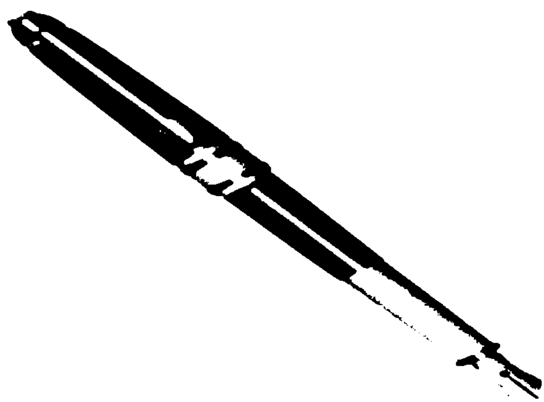

জালাল কান্না থামানোর চেষ্টা করে বলল, "না। এটা না। কারণ, আমার কলম এত সুন্দর না।"

www.amarboi.org

লোকটি জালালের সততা দেখে অভিভূত হলো এবং তাকে প্রশংসা করল।

"যেহেতু তুমি একজন সৎ ছেলে এবং সত্য কথা বলেছো তাই খুশি হয়ে প্রতিদানস্বরূপ এ কলমটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম। এটা নাও, প্লিজ!"

আমাদের মহানবি (সা.) জানিয়েছেন কিভাবে আল্লাহ সৎ ও সত্যবাদীদের পুরস্কৃত করবেন। তিনি বলেছেন :

"সত্যবাদিতা মানুষকে ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে যায়, আর ন্যায়পরায়ণতা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়।"
(সহীহ আল-বুখারি)

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ

(رواه البخاري)

(ইন্না আল-ছ্বিদক্বা ইয়াহদী ইলা' আল-বির্রি ওয়া ইন্না আল-বির্রা ইয়াহদী ইলা আল-জান্নাতি)

www.amarboi.org

॥ ২৭ ॥
মিথ্যাবাদী

একদিন কোর্টে কোনো এক মহিলা ও পুরুষের মধ্যে বিচার চলছিল। বিচারক কোর্টে ঢুকেই বিচার শুরু করে দিলেন। মহিলাটি প্রথমে তার অভিযোগ শুরু করল। সে তার পাশে দাঁড়ানো রোগা এক লোকের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা শুরু করল, "এই লোকটি আমাকে আক্রমণ করেছে এবং আমার সম্ভ্রমহানি করেছে।" এ বলে সে বিলাপ করে কাঁদতে শুরু করল।

লোকটি নিজেকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে গিয়ে বলল,

"সে (স্ত্রীলোকটির দিকে ইঙ্গিত করে) মিথ্যে কথা বলছে, জনাব। আমি যখন আমার ভেড়া বিক্রি করা টাকাগুলো গুণছিলাম তখন এ মহিলা আমার কাছে আসে এবং আমার টাকাগুলো দাবি করে। সে আমাকে এও বলে ভয় দেখায় যে, আমি যদি টাকাগুলো তাকে না দেই তাহলে সে সমস্যা সৃষ্টি করবে। যখন আমি তাকে টাকাগুলো দিতে অস্বীকার করলাম তখন সে চিৎকার করা শুরু করে।"

সবকিছু শোনার পর বিচারক বুঝতে পারলেন যে, কে সত্য কথা বলছে আর কে মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

অতঃপর বিচারক লোকটির কাছে গিয়ে রাগান্বিত স্বরে বললেন, "তুমি এই গরিব মহিলাকে আক্রমণ করেছো তারপর আবার আমাদের কাছে এসে একগাদা মিথ্যা কথা বলছো? তোমার পকেটে যা কিছু আছে এখনই সব এ মহিলাকে দিয়ে দাও নইলে আমি তোমাকে জেলে দিব।"

www.amarboi.org

উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে গেল। তারা কখনও কল্পনা করতে পরেনি যে, বিচারক এমনভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন।

মহিলাটি বেশ হাসি-খুশি মনে লোকটির সব টাকা নিল এবং বিচারকের প্রশংসা করতে করতে বেরিয়ে গেল। যে মুহূর্তে সে কোর্ট ছাড়ল সে মুহূর্তেই বিচারক লোকটিকে বললেন, এ মহিলাকে অনুসরণ কর আর তোমার টাকাগুলো ফিরিয়ে নাও। লোকটি আবারও অবাক হলো এবং দ্রুত বেরিয়ে গেল টাকাগুলো ফেরত পাবার আশায়।

www.amarboi.org

কয়েক মিনিট পরে তারা আবার কোর্টে হাজির হলো। তখন লোকটি ছিল আহত। তার মুখে ছিল আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন।

মহিলাটি আবারও বলতে শুরু করল, "মহামান্য বিচারক, আপনি যে অর্থ আমাকে দিয়েছিলেন এই নরপশু সেগুলো আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।"

তখন বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কি সেটা নিতে পেরেছে?"

"আপনি কি মনে করেন আমি তাকে কিছু দিব?" অবজ্ঞাভরে মহিলাটি জবাব দিল।

বিচারক তার দিকে ফিরে চিৎকার করে উঠলেন,

"তুমি একটা নির্লজ্জ মিথ্যুক! তুমি একজন সতী মহিলার মত আচরণ করছো আর অভিযোগ করছো যে, এই লোক তোমার উপর আক্রমণ করেছিল এবং মানহানি করেছিল। যদি সেটা সত্য হয় তাহলে তোমার উচিত ছিল আরও বেশি চেষ্টা করা তার থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য। যেমন চেষ্টা করেছো এ টাকাগুলোকে সংরক্ষণ করতে। অথচ টাকাগুলো তোমার নয়। এক্ষুণি তার টাকাগুলো ফিরিয়ে দাও!"

মহিলা কিছু বলার আগে বিচারক তাকে মহানবি (সা.)-এর একটা হাদিস স্মরণ করিয়ে দিলেন।

মহানবি (সা.) বলেছেন :

"তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক। কারণ, মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ নিয়ে যায় জাহান্নামে।" (সহীহ-মুসলিম)

www.amarboi.org

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ (رواه مسلم)

(ওয়া ইয়্যাকুম ওয়া আল-কাযিববা ফা ইন্না আল-কাযিববা ইয়াহদী ইলা' আল-ফুজূরি ওয়া ইন্না আল-ফুজূরা ইয়াহ্‌দী ইলা' আল-নারি)

www.amarboi.org

॥ ২৮ ॥

বাদাম গাছ

হাসনু একজনকে দোষী সাব্যস্ত করে বিচারকের উদ্দেশ্যে বলছিল, "জনাব, আমি গত বছর বিদেশে যাবার আগে একটা হীরার আংটি এই লোকটির হেফাজতে রেখেছিলাম। এখন আমি সেটা চাচ্ছি কিন্তু সে অস্বীকার করছে।"

বিচারক অপরাধী বক্সের মধ্যে বসা মিসটিক কাহ্ইয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন "কেন তুমি তার আংটিটা ফেরত দিচ্ছো না?"

"সে মিথ্যা বলছে, জনাব। সে আমাকে কোনো আংটিই দেয়নি।" কাহ্ইয়া জবাব দিল।

"তোমার কি কোনো সাক্ষী আছে যে, তুমি আংটিটা এ ব্যক্তির কাছে রেখেছিলে?" বিচারক হাসনুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"না। যখন একটা বাদাম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তাকে আমি আংটিটা দিয়েছিলাম তখন সেখানে কোনো লোক ছিল না"।

বিচারক তাকে আদেশ দিলেন এখনই সেখানে যাও এবং সে গাছের একটা ডাল আমার কাছে নিয়ে আসো।

কয়েক মুহূর্ত পরে বিচারক কাহ্ইয়ার দিকে ফিরে বললেন,

"সে কোথায় থাকতে পারে? আমি বিস্মিত বোধ করছি তার ফিরতে দেরি দেখে । শীঘ্র যাও জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ এবং আমাকে বলো সে আসছে কিনা।"

মিসটিক কাহ্‌ইয়া একটুও না নড়েই জবাব দিল, "সে কমপক্ষে তিন ঘণ্টার আগে ফিরতে পারবে না। কারণ, জায়গাটি এখান হতে বেশ দূরে।"

বিচারক কাহ্‌ইয়ার দিকে ফিরে বললেন,

"তুমি শুধু একজন মিথ্যাবাদীই নও, বোকাও বটে! যদি তুমি তার আংটিটা না নিতে তাহলে গাছটির অবস্থান কখনও জানতে না। তুমি কি কখনও আমাদের মহানবি (সা.)-এর এ বাণীটি শোননি?" তিনি বলেছেন :

"হে মানবজাতি! মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাক। কারণ, মিথ্যা এবং ঈমান কখনও এক সাথে থাকতে পারে না।" (মুসনাদে-আহমাদ)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ

(رواه أحمد)

(ইয়া আয়ুহুহা আল-নাসু ইয়য়াকুম ওয়া আল-কাযিববা ফা ইন্না আল-কাযিববা মুজানিবুন লিল ঈমানি)

তারপর বিচারক তাকে এ অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি দিলেন।

www.amarboi.org

॥ ২৯ ॥

প্রতিধ্বনি

ছোট্ট রেমজী মাঠে কর্মরত তার বাবার জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে পাহাড়ের উপরে কিছু পাথরের পিছনে সে একটা ছায়া দেখতে পেল। সে চিন্তা করল হয়ত বা সেখানে অন্য আর একটি ছেলে। সে তাকে বলল, 'হেই!' শব্দটা ফিরে আসল 'হেই!' একেবারেই পাহাড়ের উপর থেকে।

সে বুঝতে পারল না যে এটা একটা প্রতিধ্বনি। সে মনে করল অন্য একজন পাহড়ের চূড়া থেকে শব্দ করছে।

"দাঁড়াও! আমি দেখছি কী ঘটে যদি আমি উপরে আসি!"

শব্দটা উত্তর করল, "দাঁড়াও! আমি দেখছি কি ঘটে যদি আমি উপরে আসি!"

রেমজী সত্যিই অনেক রেগে গেল। সে চিৎকার করে উঠল, "ভীরু, কাপুরুষ! বেরিয়ে আসো। দেখি কে তুমি!"

যখন ঠিক একই শব্দ পাহাড়ের চূড়া থেকে ফিরে আসল তখন সে আরো রেগে গিয়ে চূড়ার দিকে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই সে ক্লান্ত হয়ে গেল। সে ভাবল এ ছেলেটি বোধহয় কোথাও লুকিয়েছে। সে চূড়ায় উঠে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। সে চিন্তা করল কি করবে যখন সে তাকে খুঁজে পাবে। কিন্তু সেই ভীরু বালকটি বেরিয়ে আসার সাহস করল না।

www.amarboi.org

বেশ কিছুক্ষণ পর, তার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। সে ভাবল তার বাবা বোধহয় এতক্ষণ বেশ ক্ষুধার্ত। বাবার কাছে পৌঁছে তাকে সব খুলে বলল। সে তার ছেলের কথা শুনে তাকে একটা প্রবাদ শোনাল, "প্রতেকে তাই-ই বলে যা সে শুনতে চায় আর যা সে শুনতে না চায়।"

যদি রেমজী রসুল (সা.)-এর এ হাদিসটা জানতো তাহলে সে এমনটি কখনও করত না।

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস করে হয়ত সে ভালো কথা বলবে নয়ত চুপ থাকবে।"

(সহীহ আল-বুখারি)

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

(رواه البخاري)

(মান কানা ই'ওমিনু বি আল্লাহি ওয়া আল-ইয়াওমি আল-আখিরি ফালইয়াকুল খায়রান আও লি ইয়াছ্‌বমুত)

www.amarboi.org

॥ ৩০ ॥

পাউরুটি

প্রচণ্ড শীতের কোনো একদিন। হাসান দোকান থেকে কিছু পাউরুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরছিল। হঠাৎ করে সে একটা দুর্বল ও কাবু কুকুর দেখতে পেল। কুকুরটি এতটাই কাবু ছিল যে, তার হাড়গুলো গোণা যাচ্ছিল। কুকুরটি হাসানের পাউরুটির দিকে তাকিয়ে প্যান প্যান করছিল।

www.amarboi.org

হাসান খুব সতর্কতার সাথে খানা-খন্দকওয়ালা জায়গাটা ত্যাগ করল। সে ভাবল, "আমি যদি এ পাউরুটিটার কোনো এক টুকরোও এ কুকুরকে দেই তাহলে মা রাগ করবেন।"

তবুও সে চিন্তা করল যে, তার মায়ের রাগের দায় নেয়াটা সহজ। সে বাক্সটা নীচে রেখে পাউরুটিগুলো ছোট ছোট করল কুকুরটার জন্য।

ঐ সময় এক ব্যক্তি সেও বেকারি থেকে পাউরুটি নিয়ে ফিরছিল। সে হাসানের কথা সব শুনতে পেল। সে তার পাউরুটি থেকে একটা পাউরুটি হাসানের বাক্সে গোপনে রেখে দিল।

হাসান যখন বাসায় ফিরে আসল তখন পাউরুটি দেখে অবাক হলো। যতগুলো পাউরুটি সে দোকান থেকে কিনেছিল ঠিক ততগুলোই এখনও আছে।

অবশ্য হাসান বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারত যদি সে এ হাদিসটা জানত। রসুল (সা.) বলেছেন :

"ছাদকাহ (দান) কখনও সম্পদকে কমায় না।"
(সহীহ মুসলিম)

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ (رواه مسلم)

(মা নাক্বাছ্বাত ছ্বাদাক্বতুন মিন মালিন)

www.amarboi.org

॥ ৩১ ॥

কৃপণ ব্যক্তি

ইহসানের এক চাচা ছিল। সে ছিল খুব কৃপণ। খুব তুচ্ছভাবে জীবনযাপন করত সে। সে কখনও একটি পয়সাও খরচ করত না; এমনকি কাউকে সে দানও করত না। এ কারণে কেউ তাকে পছন্দ করত না।

কৃপণ ব্যক্তি সব কিছুর বিনিময়ে সোনা নিত। কারণ, সে সব সম্পত্তি তার নিজ চোখের সামনে দেখতে চায়। তারপর সে তার সব সোনা বাগানে পুতে রাখে।

প্রত্যেক দিন সে সোনাগুলো গর্ত থেকে তুলে একটা একটা করে গণনা করে আবার সেখানেই পুতে রাখে।

হঠাৎ একদিন সে আর সোনাগুলো খুঁজে পেল না। নিশ্চয়ই কেউ এগুলো চুরি করেছে। সে রাগের চোটে পাগল প্রায়।

ইহসান যখন তার চাচার এমন অবস্থা জানতে পারল তখন তাকে দেখার জন্য তার বাড়িতে গেল এবং বলল,

"টাকার জন্য কেঁদো না। এটা তোমার ছিল না। এটার মালিকও তুমি ছিলে না। যদি তা হতো তাহলে তা কখনও তুমি বাগানে পুতে রাখতে না বরং তুমি তা তোমার প্রয়োজনে খরচ করতে।"

আমাদের মহানবি (সা.), যিনি কৃপণতা থেকে সবসময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন, বলেছেন :

www.amarboi.org

"কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে অনেক দূরে এবং এমনকি মানুষের কাছ থেকেও সে অনেক দূরে।"
(আল-তিরমিযি)

الْبَخِيْلُ بَعِيْدُ مِنْ اللهِ بَعِيْدً مِنْ الْجَنَّةِ بَعِيْدُ مِنْ النَّاسِ (رواه الترمذي)

(আল-বাখীলু বা'য়িদু মিন আল্লাহি বা'য়িদু মিন আল-জান্নাতি বা'য়িদু মিন আল-নাসি)

www.amarboi.org

॥ ৩২ ॥

জুতা

এটা ছিল কোনো এক দীর্ঘ ও প্রচণ্ড শীতকালের ঘটনা। শীতে সাদী খুবই ঠাণ্ডা হয়ে ছিল। কারণ তার জুতা ছিল ছেঁড়া এবং তার মধ্যে পানি ঢুকছিল। এই প্রথম সে তার গরিব হওয়ার জন্য দুঃখ পেল। সে চিন্তা করতে লাগল যদি এমন হতো যে, তার পরিবারের অনেক টাকা, তাহলে সুন্দর কোট আর ভাল জুতা সে কিনতে পারত।

ব্যাগ হাতে নিয়ে সাদী একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল। জোহরের আযান শুনে সে কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। সে এ মসজিদে নামাজ পড়তে খুব পছন্দ করত। সুতরাং সে মসজিদের প্রাঙ্গণে অজু করার জন্য বেঞ্চের উপর তার স্কুল ব্যাগটা রেখে তার জামা এবং প্যান্ট গুটাচ্ছিল।

সে প্রায় সবাইকে চিনে যারা ওখানে অজু করতেছিল।

www.amarboi.org

সে একটা ঝর্ণার পাশে বসে তার জুতা খুলছিল। তার মোজা ছিল নোংরা এবং ভেজা। রাগে সে একটা জুতা ছুড়ে ফেলল। তখন সে একজনকে তার পাশেই অজু করতে দেখল, যে তার একটা পা ধুয়েই উঠে পড়ল। সাদী দেখল যে, ঐ ব্যক্তির মাত্র একটা পা।

সে তখন খুব বিব্রত হলো। সে তার জুতার জন্য মন খারাপ করছে আর এ ব্যক্তির একটা পা-ই নেই। হতে পারে জুতা কেনার জন্য তার অনেক টাকা। কিন্তু টাকাই সব কিছু না।

নামাজ শেষে সাদী হাত তুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল। সে তার দু'টি শক্তিশালী পায়ের জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাল।

কতই না সুন্দর মহানবি (সা.)-এর এ হাদিসটি! তিনি বলেছেন :

"অল্পে তুষ্ট হও তাহলে তুমি হবে মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।" (ইবন্ মাযাহ)

وَ كُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ (رواه ابن ماجه)

(ওয়া কুন ক্বানি'আন তাকুন আশকারা আল-নাসি)

www.amarboi.org

॥ ৩৩ ॥

গাড়ি

হিকমত খুব ভাল ছাত্র। একদিন বাড়ি থেকে বেশ দূরে স্কুলে যাচ্ছিল। প্রতিদিন সে বাসে করে যায় এবং আসে।

হিকমতের বেশ কিছু শখ ছিল। তার মধ্যে একটা ছিল গাড়ি। স্কুলে যাবার পথে দেখা সব গাড়ির মডেল এবং কোথায় তৈরি তা তার বন্ধুদের বলতে পারত সে। তার সামান্য দুঃখ ছিল যে, তাদের কোনো গাড়ি নেই। যদিও সে কখনও তার পরিবারকে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেনি। কারণ, সে জানত যে, তাদের সে ক্ষমতা ছিল না। তার বাবা ছিল সরকারি চাকুরে এবং সে যা আয় করত তা চার সদস্যের পরিবারের খাওয়া-পরার জন্যই শুধু যথেষ্ট ছিল। সুতরাং তাদের কাছে একটা গাড়ি চাওয়া নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই না। তাছাড়া এটা হবে অনুচিত। কারণ, তার বাবা সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছে সংসারের স্বাভাবিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য।

হিকমতের এক বন্ধু ছিল নাম আহমদ। সে তাদের পাশে বসবাস করত। কিন্তু সে স্কুলে যাওয়ার সময় কখনও বাসে চড়ত না। সে সবসময় হেঁটে যাওয়া-আসা করত। হিকমত বুঝতে পারত না কেন সে হেঁটে যাওয়া-আসা করে?

একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, সাথে ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হিকমত তার বন্ধুদের সাথে বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিল। আহমদ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে চলল।

www.amarboi.org

"আহমদ, বাস এখনই আসবে। চলে যাচ্ছো কেন?" হিকমত জিজ্ঞাসা করল।

"ধন্যবাদ। আমাকে সামনে গিয়ে থামতে হবে।" হাঁটতে হাঁটতেই সে জবাব দিল।

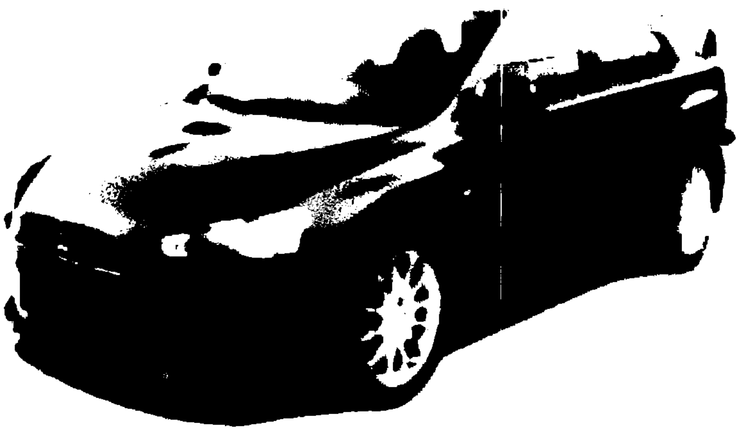

কয়েকদিন পর একই ঘটনা আবার ঘটল। আহমদ কেন বাসে চড়ে না হিকমত তা জানার চেষ্টা করল। একদিন তার মাকে সব কথা খুলে বলল।

হিকমতের মা আহমদের পরিবার সম্পর্কে ভালভাবেই জানত। আহমদের বাবা কয়েক বছর আগে ছয়টা সন্তান রেখে মারা গেছেন। তার গরিব মা অন্যদের বাসায় কাজ করে পরিবারের সবার খাবার

www.amarboi.org

জোগাড় করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। আহমদ বাসে চড়তে পারে না কারণ, তার পরিবার তাকে টাকা দিতে পারে না।

(এ কথা শুনে) হিকমত খুবই দুঃখিত ও লজ্জিত হলো। সে কি না একটা গাড়ির প্রত্যাশা করে আর তারই আশে-পাশে হাজার হাজার মানুষ এমন কি তাদের খাবারেরও টাকা নেই, নেই শোবার মত কোনো ভালো ঘর। সে তার যা কিছু আছে তার জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

যদি হিকমত রসুল (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটা জানত তাহলে সে একটা গাড়ি না থাকার জন্য কখনও মন খারাপ করত না।

"তাদের দিকে তাকাও (নিজেকে তাদের সাথে তুলনা কর) যাদের অবস্থা তোমাদের চেয়েও খারাপ; তাদের দিকে নয় (তাদের সাথে নয়) যাদের অবস্থা তোমাদের চেয়ে ভালো।"

(সহীহ মুসলিম)

انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ

(رواه مسلم)

(উনজুরূ ইলা' মান আসফালা মিনকুম ওয়া লা তানজুরূ ইলা মান হুয়া ফাওক্বাকুম)

www.amarboi.org

॥ ৩৪ ॥

স্মোক ঘোড়া

অনেকদিন আগে হাতেম নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে ছিল ধনী এবং মহানুভব। তার ছিল অনেক পশুর দল। সেগুলো সে মাঠে চরাত। সে ভালোবাসত সম্পত্তি অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে।

হাতেমের একটা উজ্জ্বল কালোবর্ণের ঘোড়া ছিল। নাম স্মোক। সবাই এর দ্রুতগতির কারণে প্রশংসা করত। এটা উড়ন্ত ঈগলের মত দৌড়াত। হাতেম ঘোড়াটাকে চোখের মণি ভাবত। সে ভাবতো কোন কিছুই এর চেয়ে দামি হতে পারে না।

এক সময় হাতেমের সম্পত্তি এবং ঘোড়ার সুনাম দেশের বাদশাহর কানে পৌঁছল। বাদশাহ সবকিছু শুনে প্রধানমন্ত্রীকে ডাকলেন এবং বললেন,

"আমি হাতেমের মহানুভবতাকে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তার ঘোড়াটাকে আমাকে দিতে বলো। দেখ সে কি করে?"

পরদিন হাতেমের নিকট পাঠানোর জন্য সরকারি কিছু লোক ঠিক করা হলো। যেদিন তারা হাতেমের কাছে পৌঁছল সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রচুর বৃষ্টির মধ্যে তারা হাতেমের অতিথি হলো।

হাতেম তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। সে তার কর্মচারীদের অতিথিদের জন্য উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করতে আদেশ দিল। কিছুক্ষণ পরেই তাদের জন্য সাজানো হলো রাতের খাবার। তারা

www.amarboi.org

সবাই খেতে বসল। খাবার পরে অতিথিরা খুব আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং অচিরেই গভীর ঘুমে নিমগ্ন হলো।

পরদিন সকালে অতিথিরা যখন হাতেমকে তাদের আসার কারণ খুলে বলল তখন সব শুনে হাতেম খুব দুঃখিত হলো। সে বুঝতে পারল না যে, এ সময় তার কি করা উচিত।

“আফসোস!”, সে বলে চললো, “তোমরা এখানে আসার সাথে সাথেই সুলতানের ইচ্ছাটাকে যদি আমাকে জানাতে! আমি জানি যে, তোমরা ঘোড়ার মাংস খুব ভালোবাস। তাছাড়া গতকাল রাতে খারাপ আবহাওয়ার জন্য তোমাদের খাওয়ানোর মত কোনো ব্যবস্থাও আমি করতে পারছিলাম না। তাই আমি আমার ঘোড়াটি গতরাতে

www.amarboi.org

তোমাদের খাবারের জন্য জবেহ করেছি। এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।"

হাতেমের এ মহানুভবতা ছিল আমাদের নবি (সা.)-এর মহানুভবতার কাছে তুচ্ছ। কারণ মহানবি (সা.) একজন সাধারণ ব্যক্তিকে একশত উট উপহার দিয়েছিলেন।

আমাদের নবি (সা.) মহানুভব চরিত্রের বর্ণনায় বলেছেন :

"মহানুভব ব্যক্তি সবসময় আল্লাহর কাছাকাছি, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী।" (আল-তিরমিযি)

السَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِنْ اللهِ قَرِيْبٌ مِنْ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنْ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنْ النَّارِ

(رواه الترمذي)

(আল-সাখিয়্যু ক্বরীবুন মিন আল্লাহ ক্বরীবুন মিন আল-জান্নাতি ক্বরিবুন মিনা আল-নাসি বা'য়িদুন মিন আল-নারি)

www.amarboi.org

॥ ৩৫ ॥

রোদে শুকানো ইট

কোনো এক কালে এক গরিব লোক ছিল। তাকে 'জেনুইন (খাঁটি) মুরাদ' বা 'মুরাদ দ্যা জেনুইন' বলে ডাকা হতো। সে ছিল খুব ভালো হৃদয়ের অধিকারী এবং খাঁটি মুসলমান। একদিন সে তার ঘরের দেয়াল মেরামত করার সময় শুকনো ইটের মধ্যে একখণ্ড সোনা পেল। সে এতটাই খুশি হল যে, ভাবতেই পারল না তার এখন কি করা উচিত?

সে চিন্তা করা শুরু করল, "শেষ পর্যন্ত আমি আর গরিব থাকছি না। এখন আমার জন্য একটা প্রাসাদ তৈরি করব যার আসবাবপত্র হবে সর্বোত্তম। মেঝেতে থাকবে সুন্দর পাথর। বাগান থাকবে ফুলে ফুলে ভরা। বিভিন্ন ফলের গাছ থাকবে যেখানে সুন্দর সুন্দর পাখি গাইতে থাকবে।"

সেদিন রাতে সে খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখল।

পরদিন সে ভাবল তার কয়েকজন কর্মচারী থাকবে। মালি, পাচক এবং ভৃত্য থাকবে যারা বাড়ির সব কাজ করবে।

পরবর্তী কয়েকদিন সে এরকম আরো অনেক অনেক স্বপ্ন দেখতে থাকল। সারাদিন শুধু কল্পনা করতে লাগল। এমনকি সে খাবার-পানীয়র কথাও ভুলে গেল। নামাজও পড়ল না। সে তার সুন্দর স্বাস্থ্য ও প্রাপ্ত সম্পদের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভুলে গেল।

www.amarboi.org

একদিন মুরাদ শহরের বাহির দিয়ে এসব কল্পনার কথা চিন্তা করতে করতে হাঁটছিল। এমন সময় সে দেখল এক ব্যক্তি রাস্তার পাশে কবরস্থানের দেয়ালের মাটি দিয়ে ইট তৈরি করছে।

লোকটি গর্ত থেকে মাটি উঠিয়ে পানি আর খড়ের সাথে মিশিয়ে একটা ফ্রেমের মধ্যে দিচ্ছে ইট তৈরি করার জন্য।

www.amarboi.org

লোকটি মুরাদকে বলল যে, এ ইট কবরস্থানের মাটি থেকে তৈরি। কারণ এখানকার মাটি দিয়ে তৈরিকৃত ইটগুলো অন্য স্থানের মাটির তৈরি ইটের চেয়ে অধিক শক্ত। মুরাদের মন অনেক খারাপ হয়ে গেল। সে অনুভব করল, কেউ যেন তাকে জোরে আঘাত করছে। হঠাৎ করে তার স্বপ্নভঙ্গ হলো। সে আবার চলতে শুরু করল। নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করতে লাগল,

"তোমার জন্য লজ্জা! তুমি নির্বোধ, অন্যমনস্ক, আনমনা! একদিন যে মাটি দিয়ে তোমাকে ঢেকে দেয়া হবে, এমনিভাবে তারা তা থেকে ইট তৈরি করবে। এ সোনার খণ্ড পাবার পর থেকে তুমি তোমার সবকিছু ভুলে গেলে? নামাজ পড়া ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভুলে গেলে। যাহোক, জীবন প্রত্যেক দিনই অনেক কিছু পিছনে নিয়ে যায়। যে দিনগুলো তুমি অতিবাহিত করছো তার প্রত্যেকটা দিনেই তুমি কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো। বন্ধ কর তোমার স্বপ্ন দেখা এবং কল্পনার জগতে ভেসে বেড়ানোকে প্রশ্রয় দিও না! এটা (সম্পদ) আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা উপহার। সুতরাং, তোমার অর্থ-সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যয় কর। এটাকে যেমন অপচয় করো না, তেমনি বোকার মত অপব্যয়ও করো না!"

ঠিক তখনই মিনার থেকে আছরের নামাজের আজান হচ্ছিল।

আজান শুনে সে মসজিদের দিকে প্রশান্তচিত্তে এগুতে লাগল। সে বুঝতে পারল কোনোটা ভাল আর কোনোটা মন্দ।

যদি সে রসুল (সা.) এর নিম্নোক্ত হাদিসটি আগেই জানত তাহলে এ সময়গুলো অহেতুক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটাতো না :

www.amarboi.org

"(রসুল সা. বলেছেন) আমার যদি ওহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তবুও আমি চাইতাম না তিন দিনের বেশি তা আমার নিকট থাকুক, কেবল ঋণ পরিশোধের জন্য সামান্য পরিমাণ ছাড়া।"

(সহীহ আল-বুখারি)

لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِيْ أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ إلاَّ شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ (رواه البخاري)

(লাও কানা লী মিছলু উহুদিন য্বাহাবান মা ইয়াসুর্রুনী আন লা ইয়ামার্রা 'আলাইয়া ছালাছুন ওয়া 'ইনদী' মিনহা শাইয়'উন ইল্লা শাইয়'উন উরছিবদুহু লিদাইনিন)

www.amarboi.org

॥ ৩৬ ॥

অতিথি

হামিদ খেলা করছিল বাগানে। এমন সময় সে রাস্তায় সাদা দাড়িওয়ালা অত্যন্ত দুর্বল একজন বৃদ্ধকে দেখতে পেল। বৃদ্ধ খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল। লোকটি বিশ্রাম নেওয়ার জন্য হামিদদের সুন্দর প্রাসাদসম বাড়ির গেটের সামনে থামলো।

"হে বৎস! আমি যদি আজ রাতটা এ অতিথিশালায় থাকি তাহলে কি তুমি কিছু মনে করবে?"

"এটা কোনো অতিথিশালা না।" হামিদ হাসতে হাসতে উত্তর দিল।

"তাহলে এটা কি?"

"এটা আমাদের বাড়ি।"

"সত্যিই? খুবই ভালো। ভালো কথা..., কে তৈরি করেছিল এ প্রাসাদসম বাড়ি?"

"আমার দাদা!"

"তারপরে কে মালিক হয়েছিল এ বাড়ির?"

"আমার বাবা!"

"অতঃপর তোমার বাবার পর কে এ বাড়ির মালিক হবে?"

"স্বাভাবিকভাবেই আমি!"

www.amarboi.org

বৃদ্ধলোকটি হাসল এবং ক্ষণিকের জন্য হামিদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "যেহেতু বাড়ির মালিক পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন হচ্ছে সেহেতু তোমরা সবাই এ বাড়ির অতিথি। তাই নয়কি?" তারপর সে উঠে দাঁড়াল এবং চলা শুরু করল।

সে বছর যখন স্কুল শুরু হলো তখন হামিদ এ ঘটনা তার ধর্মীয় শিক্ষার ক্লাসে বর্ণনা করল। তার বন্ধুদের কেউ কেউ বলল যে, বৃদ্ধ আজগুবি কথা বলেছে। তখন তাদের শিক্ষক তাদেরকে রসুল (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি মনে করিয়ে দিলেন :

"এ দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক হলো একজন মুসাফিরের ন্যায় যে, একটা গাছের (ছায়ার) নিচে সামান্য সময় বিশ্রাম নেয়ার পর সেটা ছেড়ে চলে যায় (আবার চলা শুরু করে)।" (আল-তিরমিযি)

مَا أَنَا فِيْ الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا
(رواه الترمذي)

(মা আনা ফী আল-দুনইয়া ইল্লা কারাকিবিন ইসতাজ্বাল্লা তাহ্বতা শাজারাতিন ছুম্মা রাহ্বা ওয়া তারাকাহা)

www.amarboi.org

॥ ৩৭ ॥

কাঠুরিয়া

নবি মূসা (আ.)-এর সময়ে একজন গরিব কাঠুরিয়া ছিল। সে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে ঘাড়ে বয়ে নিয়ে বাজারে বিক্রি করত। সে তার এ স্বল্প আয় দিয়েই কোনোক্রমে জীবনযাপন করত। কাজটি ছিল খুবই কঠিন। তবুও সে কখনও ক্লান্ত হত না।

তারই এক প্রতিবেশী ছিল যে একইভাবে জীবনধারণ করত। কিন্তু তার ছিল একটা গাধা। এর সাহায্যে সে কাঠ বাজারে নিয়ে যেত। এ কারণে ঐ কাঠুরিয়ার বেশ হিংসা হত।

www.amarboi.org

একদিন গরিব এ কাঠুরিয়া নবি মূসা (আ.) এর কাছে গেল এবং তাকে তার সমস্যার কথা খুলে বলল।

"কাঠ বহন করার জন্য সব সময় আমার ঘাড়ে কিছু না কিছু ক্ষত থাকেই। দয়া করে এবার যখন আল্লাহর সাথে দেখা করতে যাবেন তখন আমার অবস্থাটা তাকে জানাবেন আর বলবেন আমার জন্য একটা গাধার ব্যবস্থা করতে, যাতে আমি সহজেই কাঠগুলো বাজারে নিয়ে যেতে পারি।"

মূসা (আ.) যখন আল্লাহর সাথে কথা বলছিলেন তখন ঐ কাঠুরিয়ার কথা তাকে হুবহু বললেন।

আল্লাহ জবাবে বললেন,

"আমার এ বান্দা হিংসা ও ঈর্ষায় ভুগছে। যতক্ষণ সে তার এ অসুস্থতা থেকে সুস্থ না হবে ততক্ষণ সে স্বস্তি পাবে না। তাকে অবশ্যই এটা পরিত্যাগ করতে হবে। বর্তমানে অন্যের গাধাটি অসুস্থ। তার প্রতিবেশীর গাধার জন্য তাকে প্রার্থনা করতে বলো। যদি সে তা করে এবং তার প্রতিবেশীর গাধা সুস্থ হয়ে যায় তাহলে আমি তাকেও একটা গাধা দিব।"

যখন মূসা (আ.) এ কথাগুলো গরিব কাঠুরিয়াকে জানালেন তখন সে আরো ঈর্ষান্বিত হলো এবং বলল,

"না, আমি আমার প্রতিবেশীর গাধার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব না। আমার যা আছে আমি তাতেই খুশি। আল্লাহর কাছ থেকে আমার কোনো গাধার দরকার নেই। আমি আশা করব তিনি যেন গাধাটাকে কখনও সুস্থ করে না দেন, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে।"

www.amarboi.org

হিংসা আসলে এক ধরনের অসুস্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনো ব্যক্তি এ রোগে ভোগে তাহলে সে কখনও সুখী হতে পারবে না। শুধু হিংসার কারণে সে ক্লান্ত ছিল এবং সুখী ছিল না; এটা তার ঘাড়ের বা কাঠ বহনের কারণে নয়।

কত সুন্দরভাবে আমাদের রসুল (সা.)-এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন :

"হিংসা থেকে দূরে থাকো (অর্থাৎ হিংসা করো না)। এটা ভাল কাজগুলো এমনভাবে ধ্বংস করে যেমনভাবে আগুন ধ্বংস করে শুকনো কাঠকে"। (আবূ দাঊদ)

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

(رواه أبو داود)

(ইয়্যাকুম ওয়া আল-হ্বাসাদা ফা ইন্না আল-হ্বাসাদা ইয়া'কুলু আল-হ্বাসানাতি কামা তা'কুলু আল-নারু আল-হ্বাত্বাবা)

www.amarboi.org

॥ ৩৮ ॥

রক্তাক্ত ফাইল

একদিন আদম কেনাকাটার জন্য (বাজারে) যাচ্ছিল । সে খুব সকালে উঠে বাজারে চলে গেল । ছোট্ট ব্যাগে তার কেনা সব জিনিস একে একে সাজিয়ে রাখল সে । তার এ ধারণা ছিল না যে, হার্ডওয়ারের দোকান থেকে যে উখা (এক ধরনের ধাতু নির্মিত বস্তু যা দিয়ে অন্য লোহা/ধাতু নির্মিত বস্তুতে ধার দেওয়া হয়) সে কিনেছে তা গোশত বিক্রেতার কাছ থেকে কেনা কলিজার ব্যাগকে ছিদ্র করে দিতে পারে ।

যখন সে বাড়ি ফিরল তখন রক্তাক্ত সে উখাটি ব্যাগ থেকে বের করে পরে পরিষ্কার করবে বলে মেঝেতে রেখে দিল । কিছুক্ষণ পর সে লক্ষ্য করল একটা ক্ষুধার্ত বিড়াল কলিজার গন্ধে আকৃষ্ট হয়েছে এবং জিহবা দিয়ে সে ঐ উখাটিকে লেহন করছে ।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো উখা থেকে রক্ত কমার পরিবর্তে তা বাড়তে লাগল ।

আদম খুব দুঃখ পেল বিড়ালটির জন্য । সে উখাটাকে ছিনিয়ে নিল যাতে বিড়ালটি ক্ষত-বিক্ষত হওয়া থেকে বেঁচে যায় ।

বিড়ালটি একটু দূরে সরে গেল এবং আদমের দিকে চোখ-মুখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল । সে ছিল খুবই ক্ষুধার্ত । তার কিছু খাবারের দরকার ছিল । কিন্তু এই পাশবিক মানুষটা কেন তার কাছ থেকে এটা ছিনিয়ে নিল? (সে ভাবতে লাগল)

www.amarboi.org

হায়রে বোকা বিড়াল! সে জানল না যে, যে রক্ত সে পান করছে তা তার নিজের। ধারালো এই যন্ত্র দিয়ে সে তার নিজের জিহ্বাটাই না কেটেছে। যখন আদম এ ঘটনা তার বাবাকে বলল তিনি হাসলেন এবং বললেন,

"কিছু কিছু মানুষ আছে যারা তোমার এই পোষা বিড়ালের মত। তারা কখনও বুঝতে পারে না যে, তারা কিছু খারাপ কাজ করে যা অদূর ভবিষ্যতে তাদের জন্য ক্ষতিকারক। যখন মানুষ তাদেরকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি না করে তখন তারা অসন্তুষ্ট হয়। ঠিক বোকা এ বিড়ালটির মত।"

www.amarboi.org

আদম বিরক্তি প্রকাশ করল, “আমাদের উচিত তাদের এই ভুল কাজগুলো করতে দেয়া যাতে তারা নিজেরাই শিক্ষা নিতে পারে।”

তার কথা শুনে তার বাবা বলল, “তাদের এমন কাজ করতে সুযোগ দেওয়ার মানে হলো আমাদের দুর্বলতা। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এসব মানুষকে তা থেকে বিরত রাখা। এক্ষেত্রে আমরা শুধু ঐ মানুষগুলোকে সাহায্য করছি না বরং পুরো সমাজকেই সাহায্য করছি।”

অতঃপর সে নিম্নোক্ত হাদিসটা পাঠ করে :

“যখন তোমাদের কেউ কাউকে কোনো খারাপ কাজ করতে দেখে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে কথার দ্বারা (যেন তা থেকে তাকে বিরত রাখে); তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা (সে যেন তা ঘৃণা করে)।” (সহীহ মুসলিম)

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ (رواه مسلم)

(মান রা'আ মিনকুম মুনকারান ফালছুগায়য়িরহু বি ইয়াদিহি ফা ইন লাম ইয়াসতাত্বি‘ ফা বিলিসানিহি ফা ইন লাম ইয়াসতাত্বি‘ ফা বি ক্বলবিহি)

www.amarboi.org

॥ ৩৯ ॥

কুকুর

এটা ছিল শস্য সংগ্রহ করার মৌসুম। মেমীস এবং তার স্ত্রী মাঠ হতে তাদের ফসল সংগ্রহ করছিল। যখন তারা কাজ করছিল তখন তাদের একমাত্র শিশু যে, গাছের নীচে দোলনায় শুয়ে ছিল, হঠাৎ করে নিচে পড়ে গেল। তাদের পোষা কুকুর 'কেরাবাস' (যে তাকে পাহারা দিচ্ছিল) তা লক্ষ্য করল।

কিছুক্ষণ পরে মেমীস ও তার স্ত্রী বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কাজ ছেড়ে দিল। যখন তারা তাদের ঘুমন্ত শিশুর কাছে গেল তখন তারা ভয়ংকর এক দৃশ্য দেখতে পেল। তাদের শিশু মাথা নীচু করে উপুড় হয়ে দোলনায় নিশ্চলভাবে শুয়ে আছে। কয়েক গজ দূরে তাদের পোষা কুকুর রক্তে ভেজা অবস্থায় শুয়ে আছে।

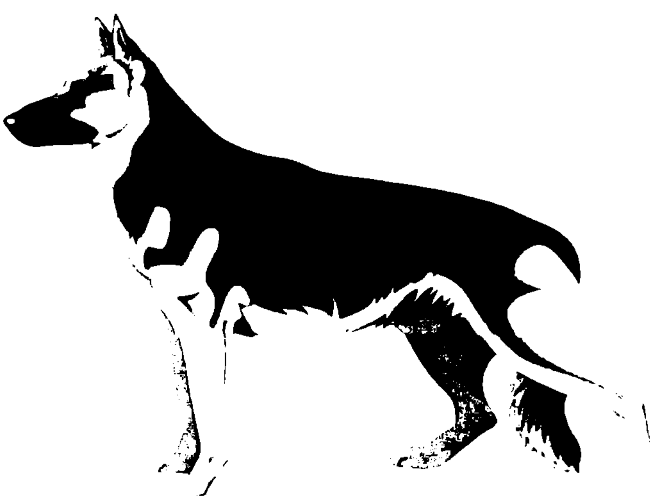

মেমীস উন্মত্ত হয়ে গেল। সে ভাবল 'কেরাবাস' তাদের সন্তানকে হত্যা করেছে। তাই সে তার কাস্তে দিয়ে কুকুরটিকে আঘাত করতে লাগল। ক্ষীণদেহী কুকুরটি মুহূর্তে মারা গেল।

মেমীস আরো বেশি দুঃখ পেল যখন তার স্ত্রী তাকে বলল যে, তাদের সন্তান ভাল আছে এবং ঘুমাচ্ছে। কি করতে হবে বুঝতে পারছিল না সে। হঠাৎ তারা দেখল যে, সামান্য কিছু দূরে বিশালাকার একটা সাপ রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে আছে। তখন তারা বুঝতে পারল যে, তাদের 'কেরাবাস' বিশাল এ সাপের সাথে যুদ্ধ করে নিজের জীবনের বিনিময়ে তাদের সন্তানকে রক্ষা করেছে। তারা তাদের এ মারাত্মক ভুলের জন্য খুবই দুঃখিত হল।

যদি মেমীস আমাদের রসুল (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণীর আলোকে কাজ করত তাহলে তারা সুখীই হত। রসুল (সা.) বলেছেন :

"সতর্কতার সাথে (ধীরে-সুস্থে) কৃত কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আর (ক্ষিপ্রতার সাথে) ত্বরিতকৃত কাজ হয় শয়তানের পক্ষ থেকে।"
(আল-তিরমিযি)

الأَنَاةُ مِنْ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنْ الشَّيْطَانِ (رواه الترمذي)

(আল-'আনাতু মিন আল্লাহ ওয়া আল-'আজালাতু মিন আল-শায়ত্বানি)

www.amarboi.org

॥ ৪০॥

হলদে রংয়ের (পীত বর্ণের) গাভী

আয়েশা খালা তার বাগানে শিমের চাষ করেছিল। আবহাওয়া ভালো হওয়ার কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিমবীজগুলো অঙ্কুরিত হলো।

একদিন আয়েশা খালা তার বাগানে ষাঁড়ের ডাক শুনে জেগে গেল। সে তাড়াতাড়ি কী ঘটছিল তা দেখার চেষ্টা করল। প্রতিবেশীর পীত বর্ণের গাভী তার বাগান ভেঙে দিয়েছে। তাজা শিমগাছগুলো সব পদদলিত করে দিচ্ছে।

আয়েশা খালা যখন দেখলো যে তার সব শ্রম বিফলে যাচ্ছে তখন সে পাষাণ হয়ে গেল। গলায় দড়ি ঝুলানো পীত বর্ণের এ গাভীটি তার

www.amarboi.org

ঘরের পাশে চিৎকার করেই যাচ্ছে। আয়েশা খালা ভীষণ ক্রোধের সাথে লাঠি হাতে নিয়ে গাভীর দিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক তখনই তার প্রতিবেশীর স্ত্রী দৌড়াতে দৌড়াতে সেখানে উপস্থিত। সে দুঃখের স্বরে বলতে লাগল,

"তার (গাভীটির) ছোট্ট বাছুরটি গত কাল মারা গেছে। আজ সকালেই গাভীটি তিনবার তার দড়ি ছিড়েছে। সে আসলে তার বাছুরকে দিক-বিদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

আয়েশা খালা যখন এটা শুনল তখন তার হাত হতে নিজের অজান্তে লাঠিটি পড়ে গেল। সে এ অবলা গাভীটির মর্মাহত চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্পর্শ করতে লাগল।

"এখন বুঝলাম... সে তার বাছুরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে," সে বলল।

শিমগাছের কথা সে একেবারেই ভুলে গেল।

আয়েশা খালা সাধারণভাবে একটা দয়ার কাজ করল।

আয়েশা খালার আচরণের এ পরিবর্তন কতই না প্রশংসনীয়, তাই নয়কি? এটা ছিল ঠিক তেমন যেমন আমাদের মহানবি (সা.) বলেছেন :

"বোবা (অবলা) পশুদের (প্রতি নিষ্ঠুর হওয়ার) ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।" (আবূ দাঊদ)

اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ (رواه أبو داود)

(ইত্তাকূ আল্লাহা ফী হাযিহি আল-বাহ'ইমি আল-মু'জামাতি)

হাদিসগুলোর তথ্যসূত্র

ক্রম	গল্পের নাম		হাদিসের তথ্যসূত্র
০১.	পাখির দল	:	সুনান আল-নাসাঈ, কিতাব আল-ইমামাহ, হাদিস নং- ৪৮
০২.	কাঁটা	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-১৬
০৩.	কোট	:	সহীহ আল-বুখারি, কিতাব আল-সাওম, হাদিস নং-৫৬
০৪.	আয়না	:	সুনান আবী দাঊদ, কিতাব আল-আদাব, হাদিস নং- ৪৯
০৫.	ঘৃণ্যবালক	:	সহীহ আল-বুখারি, কিতাব আল-মায্‌বালিম, হাদিস নং-৩
০৬.	ভূত	:	সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-যিকর ওয়া আল-দু'আ' ওয়া আল-তাওবাহ, হাদিস নং-৩৮
০৭.	বেহেস্তের প্রতিবেশী	:	সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-যিকর ওয়া আল-দু'আ' ওয়া আল-তাওবাহ, হাদিস নং-৩৮
০৮.	দাঁতের ঔষধ	:	সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-যিকর ওয়া আল-দু'আ' ওয়া আল-তাওবাহ, হাদিস নং-১৬
০৯.	দ্যা ওয়ালেট (টাকা বা মুদ্রার থলি)	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-৩৫
১০.	বিষ	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-২৭
১১.	বেল্ট (কটিবন্ধ)	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-৫৮

www.amarboi.org

ক্রম	গল্পের নাম		হাদিসের তথ্যসূত্র
১২.	রাগ	:	সহীহ আল-বুখারি, কিতাব আল-আদাব, হাদিস নং-৭৬
১৩.	দৌড় প্রতিযোগিতা	:	সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-জান্নাহ, হাদিস নং-৬৪
১৪.	সোনা	:	সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-ঈমান, হাদিস নং-১৪৭
১৫.	চোর	:	সহীহ আল-বুখারি, কিতাব আল-হুদূদ, হাদিস নং-৭
১৬.	খাদ্যের টুকরো	:	ইবন আবী শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, খণ্ড ৬
১৭.	টাকা	:	সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-৫
১৮.	মধ্যস্থতাকারী	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-'ইলম, হাদিস নং-১৪
১৯.	লুকোচুরি খেলা	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-৩৭
২০.	অন্যের আনন্দ নষ্টকারী	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-বিরর,হাদিস নং-৫৪
২১.	চেরি গাছ	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-যুহুদ, হাদিস নং-২
২২.	সাহসী ছেলে	:	সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-'ইতক্বহ, হাদিস নং-৫
২৩.	ছাগলছানা	:	মুসনাদ আহমদ ইবন হাম্বল, খণ্ড ২, হাদিস নং-২০, ১০৪, ২০৬
২৪.	মেধাবী ছেলে	:	সুনান ইবন মাযাহ, কিতাব আল-আদাব, হাদিস নং-১
২৫.	প্লাস্টিকের থালা (প্লেট)	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-৩
২৬.	ফাউন্টেন পেন (ঝর্ণা কলম)	:	সহীহ আল-বুখারি, কিতাব আল-আদাব, হাদিস নং-৬৯

www.amarboi.org

ক্রম	গল্পের নাম		হাদিসের তথ্যসূত্র
২৭.	মিথ্যাবাদী	:	সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-১০৫
২৮.	বাদাম গাছ	:	মুসনাদ আহমদ ইবন হাম্বল, খণ্ড ১, হাদিস ৫
২৯.	প্রতিধ্বনি	:	সহীহ আল-বুখারি, কিতাব আল-আদাব, হাদিস নং-৩১
৩০.	পাউরুটি	:	সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-৬৯
৩১.	কৃপণ ব্যক্তি	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-৪০
৩২.	জুতা	:	সুনান ইবন মাযাহ, কিতাব আল-যুহুদ, হাদিস নং-২৪
৩৩.	গাড়ি	:	সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-আদাব, হাদিস নং-৪
৩৪.	স্মোক ঘোড়া	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-৪০
৩৫	রোদে শুকানো ইট	:	সহীহ আল-বুখারি, কিতাব আল-ইসতিক্বরায, হাদিস নং-৩
৩৬.	অতিথি	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-যুহুদ, হাদিস নং-৪৪
৩৭.	কাঠুরিয়া	:	সুনান আবূ দাউদ, কিতাব আল-আদাব, হাদিস নং-৪৪
৩৮.	রক্তাক্ত ফাইল	:	সহীহ মুসলিম, কিতাব আল-ঈমান, হাদিস নং-৪৯
৩৯.	কুকুর	:	সুনান আল-তিরমিযি, কিতাব আল-বিরর, হাদিস নং-৬৬
৪০.	হলদে রংয়ের (পীত বর্ণের) গাভী	:	সুনান আবূ দাউদ, কিতাব আল-জিহাদ, হাদিস নং-৪৪

www.amarboi.org

"আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন যারা নিজেরাও দয়ালু।
পৃথিবীর সকল জীবের উপর দয়া কর, তাহলে আসমানে যিনি
আছেন তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

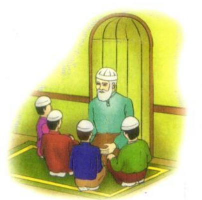

লেখক পরিচিতি

১৯৪১ সালে তুর্কির ইউজগাট থিন গ্রেক এ জন্মগ্রহণকারী প্রফেসর ড. এম. ইয়াসার কানদেমীর একুশ শতকের একজন প্রসিদ্ধ তুর্কি ইসলামি পণ্ডিত। তিনি ১৯৬১ সালে ইস্তাম্বুলের Higher Islamic Institute থেকে স্নাতক এবং ১৯৬৭ সালে একই ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি হাদিস শাস্ত্রের উপর পি-এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি চাকুরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তার কলম কখনও থেমে থাকেনি। প্রফেসর কানদেমীর-এর ৪০টির অধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা বই ইতোমধ্যে আরবি, ইংরেজিসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি Encyclopedia of Islam -এর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের অন্যতম লেখক।